ছাত্রগণের নৈতিক অবস্থা

ও

তাহার প্রতীকার।

তৃতীয় সংস্করণ।

শ্রীআদীশ্বর ভট্টাচার্য্য, বি, এস্‌সি।

প্রাপ্তিস্থান ঃ—প্রকাশক; এস্ দাস, সরকার এণ্ড কোং,
১নং পারিয়াৎউল্লা ওস্তাগরের লেন, পোঃ সিমলা, কলিকাতা এবং
কলিকাতার অন্যান্য প্রধান প্রধান পুস্তকালয়

মূল্য—।৶০ আনা।

প্রকাশক—শ্রীসুকৃতীশ্বর ভট্টাচার্য্য,
২৭নং বকুলবাগান রোড, ভবানীপুর।

INDUPROVA PRINTING WORKS
21 RAM MOHAN DUTT ROAD
BHOWANIPORE, CALCUTTA

Printer—N. C. BOSE.

ভূমিকা।

দেশের ছাত্রগণের হিতকামনায় এই ক্ষুদ্র পুস্তিকাখানি রচনা করিয়াছি। তাহাদিগকে ও তাহাদের অভিভাবকদিগকে উদ্দেশ করিয়া যদি কোনও অপ্রিয় সত্যের অবতারণা করিয়া থাকি, তবে তাঁহারা আমার প্রতি বিরূপ হইবার পূর্ব্বে যেন আমার সদভিপ্রায়ের প্রতি লক্ষ্য করেন। আমার বিশ্বাস যাঁহারা আমাদের দেশের ছাত্রবর্গের বর্ত্তমান নৈতিক অবস্থায় আমার ন্যায় মর্ম্মব্যথা অনুভব করেন ও সেই অবস্থার প্রতীকারকল্পে উপায় চিন্তা করেন, আমি দেশের কল্যাণকামী সেই সকল ভদ্র-মহোদয়েরই সহানুভূতি লাভ করিব।

ভবানীপুর,
ফাল্গুন, ১৩২২ } গ্রন্থকার।

তৃতীয় সংস্করণের ভূমিকা।

কয়েক মাস পূর্ব্বে পুস্তিকাখানির দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়। এই অত্যল্পকালের মধ্যেই উহা সম্পূর্ণ নিঃশেষিত হইয়া গিয়াছে। দেশের ছাত্রগণ ও তাঁহাদের অভিভাবকগণের মধ্যে ইহার সমাদর দেখিয়া তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশ করিলাম। এবারে 'প্রুফ'—সংশোধনে কতকগুলি ত্রুটি থাকিয়া গেল, তজ্জন্য ক্ষমা প্রার্থনীয়। অত্যন্ত মূল্যাধিক্যবশতঃ কাগজের সমতা রক্ষা করিতে পারি নাই।

ভবানীপুর,
ভাদ্র, ১৩২৫। } প্রকাশক।

শুদ্ধিপত্র ।

পৃষ্ঠা ।	ভ্রম	শুদ্ধপাঠ
১	বে	যে
১	বা	যা
২	পাঠন	পাঠান
৩	কেথায	কোথায়.
৪	পর্য্যন্ত	পর্য্যন্ত
৪	উদ্দেশ্যে	উদ্দেশ্য
৫	চ'বেছে	চ'লেছে
৭	আযস্ত	আবস্ত
৮	বিযয	বিষয
৮	শেযে	শেষে
৯	পডিবেছ	পডিযেছ
৯	যেন	যেন
৯	বিশেষ	বিশেষ
৯	ক'বে	ক'বে
১৩	ব্রহ্মচর্য্য	ব্রহ্মচর্য্য
১৩	রূপ বর্ণনা	রূপ বর্ণনা
১৬	ব্রহ্মচর্য বিষযক	ব্রহ্মচর্য্য বিষযক
১৬	যে	যে
১৬	ঐরূপ	ঐরূপ
১৬	যাতে	যাতে

ছাত্রদিগের নৈতিক অবস্থা
ও
তাহার প্রতীকার।

অতীত ও বর্ত্তমান

[১]

বহুদিন আমরা নিদ্রিত ছিলাম। কত যুগ কেটে গেল, তা[illegible] আমরা দেখলাম যে জগতের অন্যান্য জাতি যারা আমাদের অনেক পশ্চাতে ছিল তারা অনেক অগ্রসর হ'য়ে গেছে। অনেকে নিজেদের অদৃষ্টকে নিন্দা দিচ্ছেন। কিন্তু ব'সে ব'সে শুধু হা-হুতাশ ক'রে লাভ কি? এখন যা যা দরকার তা সব সংগ্রহ ক'রে নিতে হবে। [illegible] সর্ব্বাঙ্গ [illegible] অট্টালিকা [illegible] হ'য়েছে। কোথাও দেওয়াল খসে প'ড়েছে, কোথাও ছাদ দিয়ে জল পড়ছে, কোথাও গাছ জঙ্গল হ'য়েছে, আর তার মধ্যে [illegible] বাস হ'য়েছে। তার মধ্যে হঠাৎ আমাদের ঘুম ভেঙেছে। নিজেদের জীবন [illegible]

ক'রেও আমাদের এই জাতীয় প্রাসাদের সংস্কার ক'র্‌তে কত চেষ্টা হ'চ্ছে অনেকে দেখিয়ে দিচ্ছেন যে এর দিবের প্রকাণ্ড দেওয়ালের ভিত্তিটা ফেটে যাবার উপক্রম হ'য়েছে যে ভিত্তিটার কথা এঁরা বল্‌ছেন সেটা হ'চ্ছে "ব্রহ্মচর্য্য" আর্য্য ঋষিগণ যাঁরা এই আর্য্য সমাজের প্রতিষ্ঠা ক'রেছিলেন—তাঁরা প্রথমে এই ভিত্তিটা খুব সুদৃঢ় ক'রেছিলেন, তার পর এর উপরে বর্ণাশ্রমধর্ম্মের বড় বড় থাম, তার উপর জ্ঞান ভক্তি ও কর্ম্মের প্রকাণ্ড ছাদ তুলেছিলেন—তার নীচে কত সহস্র শতাব্দী যাবৎ কোটি কোটী নরনারী বাস ক'রেছে আর যার নীচে আজ আমরা কোটী কোটী হিন্দু বহুযুগের ঘুম থেকে সহসা জেগে উঠেছি।

পূর্ব্বের নিয়ম ছিল—ছেলেরা নবম বৎসরে উপনীত হ'লেই তাকে গুরুগৃহে পাঠান হ'ত। গুরু সংযত ব্রহ্মচারী। সুতরাং তাঁর শিক্ষায় ও আদর্শে তাদের চরিত্র গঠিত হ'ত। বিলাসিতার লেশ ছিল না কেবল পবিত্রতা ও ধর্ম্মভাব। এইরূপে অধ্যয়ন-কাল গুরুসন্নিধানে ব্রহ্মচারী হ'য়ে থেকে লেখা পড়া শেষ ক'রে তার পর তদনুরূপ ব্রহ্মচারিণী শিক্ষিতা স্ত্রীকে বিবাহ ক'র্‌ত। তখন গার্হস্থ্যাশ্রম আরম্ভ হ'ল সে পবিত্র দাম্পত্য-জীবনের কত দায়িত্ব কত কর্ত্তব্যানুষ্ঠান ছিল ভোগের তীব্রতা নেই—স্বার্থের আবিলতা নেই। উদ্দেশ্য, দু'জনে পরস্পরের সহায় হ'য়ে সংসারের ও সমাজের উপকার ক'র্‌তে ক'র্‌তে অনন্তের পথে এগিয়ে যাওয়া। তাই নাম ছিল সহধর্ম্মিণী। তাই নাম হ'ল বিবাহ। তার পর পঞ্চাশ বৎসর পরে বানপ্রস্থ—তার পর

সন্ন্যাস তখন একমাত্র ভগবচ্চিন্তা। এইরূপে হিন্দুর জীবন ভোগের জন্য ছিল না—ত্যাগের জন্য সারাজীবনটা ছিল যেন ত্যাগের একটা মহৎ ক্ষেত্র। ব্রহ্মচর্য্য আশ্রমের পর যাঁর আর বিবাহ ক'রতে ইচ্ছা হ'ল না তিনি সন্ন্যাসী হ'লেন। সে সন্ন্যাসীদের দ্বারা সমাজের কত উপকার হ'ত—তাঁদের ধর্ম্মভাব সমাজকে সজীব রাখ্‌ত—তাঁদের চিন্তা থেকে বিজ্ঞান, দর্শন ও কাব্যের অমৃত উৎস উঠ্‌ত

আজ সে দিন চলে গেছে। এখন পাঁচ বৎসর বয়স হ'লে ছেলেকে বিদ্যালয়ে পাঠান হ'ল। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষাগুলি একে একে উত্তীর্ণ হ'ল কেবল লেখাপড়া ক'র্‌লেই ভাল ছেলে ব'লে পাড়ায় নাম র'টে গেল। আর সৎস্বভাব মানে কি? পান সিগারেট খায় না, চুপ ক'রে ক্লাশে ব'সে থাকে, শান্ত শিষ্ট—জড়ের মত নড়ে চড়ে না। পাঠদ্দশায় তাকে বিবাহ নামক বন্ধনে আবদ্ধ করা হ'ল। তার পর পাশ ক'রে বেরিয়েই দেখে, সে দুছেলের বাপ কোথায় টাকা—কোথায় চাকরী,—দরখাস্ত কর। অর্থ উপার্জ্জন ও বংশবৃদ্ধি এই দুটিই জীবনের উদ্দেশ্য—তারপর মৃত্যু। ধর্ম্ম-বন্ধন শিথিল—পবিত্রতা ছুটি নিয়েছে—জীবনের কোনও কর্ত্তব্য-বোধ নেই সে যে হিন্দুর ছেলে—সমাজের জন্য সে যে জন্মাবধি উৎসর্গীকৃত, এ হুঁস তার নেই। থাক্‌বে কি ক'রে? বাল্যকালের শিক্ষাই ত ভবিষ্যৎ জীবনকে গ'ড়ে তোলে। কিন্তু বাল্যকালে আমরা কি প্রণালীতে শিক্ষিত হই?

শিক্ষা মানেই আমরা বুঝে নিয়েছি যে কতকগুলি বই মুখস্থ করা আর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি অর্জ্জন করা আমরা বুদ্ধিকে খোরাক যোগাবার জন্য সচেষ্ট, কিন্তু শরীরের জন্য আর নৈতিক উন্নতির জন্য কিছুই করব না—এ যেন প্রতিজ্ঞা ক'রে রেখেছি তার ফলে হ'য়েছে কি? ছেলেরা ত বেশ লেখাপড়া ক'র্‌ছে দেখ্‌তে বড় ভাল ছেলে একটু ভিতরে মিশে দেখ দেখ্‌বে কি বার বৎসরের ছেলেরা পর্য্যন্ত অস্বাভাবিক উপায়ে বীর্য্য নষ্ট ক'র্‌ছে হায়রে ধর্ম্মের দেশ. বাড়ী বাড়ী খোল করতাল বাজানোর ত ধুম চ'লেছে, গ্রামে গ্রামে নিত্যানন্দ প্রভুর দ্বিতীয় সংস্করণ বাহির হ'চ্ছে, গীতা ভাগবত বেদান্তের ছড়াছড়ি আর বাড়ীর ছোট ছোট ছেলেরা পর্য্যন্ত কামের ক্রীতদাস হ'য়ে প'ড়েছে। অথচ এখনও তাদের সমস্ত বৃত্তিগুলি প্রস্ফুটিত হয় নি। হ'য়েছে বেশ ছোট ছোট ছেলে স্কুলে যাচ্ছে মুখে প্রসন্নতা নেই, চোখে তেজ নেই, হৃদয়ে স্ফূর্ত্তি নেই, শরীরে ক্ষমতা নেই, স্মৃতির প্রখরতা নেই, উদ্ভাবনী শক্তি নেই, আত্মনির্ভরতা নেই কেবল নানারোগের আড়ৎ কেউ ব চোখে দেখ্‌তে পান না—কারুর বা মাথা ধরে—মেহ, স্বপ্নদোষ, ধাতুদৌর্বল্য, অজীর্ণ, অম্ল, মস্তিষ্কের দুর্ব্বলতা অবর্ণনাগুলো বই এর বো'ঝ ঘাড়ে ক'রে চ'লেছে, মনে হয় কতকগুলো মড়া জামাকাপড়ে আবৃত হ'য়ে যন্ত্রচালিত হ'য়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে জীবনের উদ্দেশ্যে কি? পাশ ক'রে টাকা রোজগার ক'র্‌বে—আর কতকগুলো রোগা ন্য ছেলেমেয়ের জন্ম দেবে। বাস্, কর্ত্তব্য ফুরিয়ে গেল

যাও—ইউরোপে যাও আমেরিকায় যাও—ধর্ম্মের ডঙ্কা বাজাও—সনাতন হিন্দুধর্ম্মের জয়জয়কার হ'ক আর ঘরের ছেলেরা নরকের কৃমিকীট বাজাবে বাজারে ভাগবত-ব্যাখ্যা হ'ক—হরিনামের নিশান তুলে নেচে বেড়াও বেদান্তের লেকচার ঝাড়, কিন্তু যাঁর শ্রীমুখ হ'তে ভাগবতের অমৃতধার ক্ষরিত হ'য়েছিল তিনি যে ঊর্দ্ধরেতা শুকদেব, আর যাঁদের চিন্ত হ'তে তোমাদের উপনিষদ্ তাঁরাও যে ব্রহ্মচারী, এই কথাট খুব সাবধানে চাপা দাও ভিত্তিটা উপ্‌ড়ে ফেলে দাও— ছাদের কার্ণিস গাঁথ। কিন্তু প্রকৃতির নিয়ম ত শুন্‌ছে না, তাই অতীত গৌরবের পুণ্যময়ী স্মৃতি বুকে ক'রে এতদিনের প্রাচীন জাতিট যেন চিরদিনের জন্য বিশ্রাম নিতে চ'লেছে

এখনও সময় আছে গীতা বল, ভাগবত বল, বেদান্ত বল, বক্তৃতাকুশলদিগের কথার ঝাঁজনীতে এতদিন বেঁচে নেই—তোমাদের সোরগোলের অন্তরালে ঊর্দ্ধরেতা ত্যাগী মহাপুরুষগণের প্রত্যক্ষ অনুভূতির জন্য আজ যুগান্তরের কালনিদ্রার মধ্যেও সজাগ আছে তাই জাতীয় জীবন আজও যায় নি। সাতশত রাক্ষসীর প্রাণ একট টিয়াপাখীর মধ্যে থাক্‌ত —ঠাকুরমাদের গল্পে শুনেছ। ঠিক সেইরকম তোমাদের কোটি কোটি হিন্দুর প্রাণ আছে ঐ ব্রহ্মচর্য্যের ভিতর। আজ বিদেশীয় সভ্যতার অন্ধ অনুকরণের মোহ এসে তার গলা টিপে ধ'রেছে, এখনও রক্ষা কর —উপায় আছে পবিত্রতা জাগিয়ে তোল—ছেলেদের ব্রহ্মচর্য্য শিক্ষা দাও পরস্ত্রীতে মাতৃভাব আবার চারিদিকে ফুটে উঠুক। দেখ্‌বে

সে পবিত্রতার স্পন্দনে কত সাধ্য্য পাতঞ্জল জন্মাবে—মড়া জাতটা বেঁচে উঠ্‌বে—ধনে ধান্যে লক্ষ্মীশ্রী ফুটে উঠ্‌বে, ম সরস্বতীর বীণার ঝঙ্কারে চারিদিক মুখরিত হ'য়ে উঠ্‌বে তোমাদের ঐ হিমালয়ের মত তোমাদের মাথা উঁচু হ'য়ে উঠ্‌বে তোমাদের ঐ মা গঙ্গার মত তোমাদের জাতীয়জীবন নদী অমনই পতিত পাবনী হ'য়ে অমনই বসুন্ধরাকে উর্বরা ও শোভিতা ক'রে, ঠিক অমনই ক'রে ত্যাগের উদাত্ত সঙ্গীত গাইতে গাইতে অকূলে আত্মদান কর্‌বার জন্য ছুট্‌বে

রোগটা জেনেছ, আর চাপা দিও না অনেক দেরী হ'য়ে গেছে রোগও ভীষণ বেড়ে যাচ্ছে তোমরা অল্পবয়সে বিবাহ দিয়ে মনে ক'র্‌ছ, বিষ দিয়ে বিষক্ষয় ক'র্‌বে ভুল, ভুল মস্ত ভুল সোজা ঔষধ প'ড়ে র'য়েছে—কেন ভয় পাচ্ছ ? মনে ক'র্‌ছ—ব্রহ্মচর্য্য কথাটা শুন্‌লেই তোমার ছেলেটি সন্ন্যাসী হ'য়ে যাবে। সন্ন্যাসী হওয়া কি সোজা কথা ? সে যুগের কি সকলেই সন্ন্যাসী হ'ত ? তাদের ত ব্রহ্মচর্য্য শিক্ষা দেওয়া হ'ত মোহ ছাড়—ছেলেদের ব্রহ্মচর্য্য শিক্ষা দাও নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায়।

বর্ত্তমানের অভাব

[২]

স্কুলের ছোট ছোট ছেলেরা বার বৎসর বয়স থেকেই বীর্য্য নষ্ট ক'র্‌তে আরম্ভ ক'রেছে। পাঁচটা ছেলে একত্র হ'লেই সচরাচর অশ্লীল বিষয়েই আলোচনা হ'য়ে থাকে। অনেক বালক হস্তমৈথুনদ্বারা প্রত্যহ আত্মহত্যা ক'রে থাকে। অনেকে পুংমৈথুনে অভ্যস্ত। যে সব ছেলে দেখ্‌তে একটু সুশ্রী তাদের সর্ব্বনাশ। কামান্ধ বয়স্ক ছেলেরা ঘুরে বেড়াচ্ছে, সুবিধা পেলেই তাদের মাথা খাবে। অল্পবয়স্ক বালকগণ বয়স্ক বালকদের কাছে থেকে বীর্য্য নষ্ট ক'র্‌তে শেখে। অনেকে তাদের প্ররোচনায় কেবলমাত্র কৌতূহলের বশবর্ত্তী হ'য়েই হস্তদ্বারা জননেন্দ্রিয়ের পরিচালনা করে এবং আপাততঃ সুখানুভূতির মোহে ভুলে যায়। পূর্ব্ববঙ্গের অধিকাংশ স্কুলে এই উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য নিয়মিত দল আছে। সেগুলি friendship club বা বন্ধুত্বের দল নামে পরিচিত। এই বন্ধুত্বের দল গুপ্ত হ'লেও সাধারণের কাছে অপ্রকাশিত নয়। কোনও ছেলেকে তা'র বন্ধু কে, একথা জিজ্ঞাসা ক'রলেই সে সঙ্কুচিত ও অপ্রতিভ হ'য়ে পড়ে। এই দলের এক বা ততোধিক পাণ্ডা থাকে। কোনও সুশ্রী ছেলে এদের কবল থেকে রক্ষা পায় না। দুইজন বালক বন্ধুত্বের নামে একটা সম্বন্ধ গ'ড়ে নেয়, এদের মধ্যে শপথ-গ্রহণ প্রচলিত আছে। কেহ অন্যের

কাছে পরস্পরের নাম প্রকাশ ক'র্‌বে না যদি করে তা'হলে সে দলপতির হস্তে বা দলের অন্য বালকদের হস্তে প্রহার খাবে। তাদের বন্ধুত্বের অর্থ আর কিছু নয়—পরস্পরের দ্বারা স্ত্রীলোকের অভাবটা পূর্ণ করা। ঐরূপ বালকযুগল প্রায় সর্ব্বদাই একসঙ্গে থাকে। শিক্ষক মহাশয়গণ ক্লাশে তাদের একত্র বস্‌তে দেখেন এদের মধ্যে বিবাহিত জীবনের প্রণয়পত্রের অনুকরণে পত্রব্যবহার চ'লে থাকে। অভিভাবকগণ সামান্য চেষ্টা ক'র্‌লেই বালকদের এই পাপ অভিনয় দেখ্‌তে পাবেন। অনেক স্থলে ছেলেরা এই উদ্দেশ্যে হরির লুট বা সঙ্কীর্ত্তন করে। গ্রামের দুচারিজন নিষ্কর্ম্মা যুবকই এর মূলে থাকে। তারা লেখাপড়া ছেড়ে দিয়ে হয় ত বাড়ীতে ব'সে বাপ মায়ের অন্নধ্বংস ক'র্‌ছে, কি স্কুলের নিম্নশ্রেণীর শিক্ষক হ'য়ে ব'সেছে। তারা শিক্ষক হওয়ায় পাপ প্রসারের মাহেন্দ্রযোগ হ'য়ে গেছে। এতদ্ব্যতীত আরও বহু শিক্ষকনামের অযোগ্য শিক্ষক আছে—তারা যদিও বিবাহিত, তবু পাশব প্রবৃত্তি এত বেশী যে ছোট ছোট সুন্দর ছাত্র দেখ্‌লেই তাদের সর্ব্বনাশ করেন। আশ্চর্য্যের বিষয় এই, প্রায় প্রত্যেক স্কুলে এরূপ সয়তান মাষ্টার আছে। পরীক্ষায় নম্বর কোনও দোষ ক'র্‌লে সাতখুন মাপ এই ছেলেদের প্রলোভন। আর শেষে পাপকে পাপ ব'লে মনে হয় না। ছেলেরা এ মাষ্টারদের নাম রেখেছে Boy-hunter বা ছেলে শিকারী।

হয়ত তুমি এতদিন চাকরীর জন্য আজ এখানে কাল সেখানে ঘুরেছ—কাজেই ছেলেটিকে স্কুলে ভর্ত্তি না ক'রে বাড়ীতে পড়ি

যেছ। এখন সে তোমাকে ছেড়ে থাক্‌তে পারবে এই ভেবে তাকে তোমার গ্রামে পাঠিয়ে দিলে সেখানকার হাইস্কুলে ভর্ত্তি ক'রে দিলে চিঠি পাচ্ছ তোমার "ইন্দুভূষণ" বেশ পড়শুনা ক'র্‌ছে তার পর কিছুদিন পরে ছুটী নিয়ে যখন বাড়ী এলে তখন দেখ্‌লে কি সে "ইন্দুভূষণ" আর নেই রোগা হ'য়ে গেছে, বর্ণ মলিন হ'য়ে গেছে, মুখটা কিছু ঢোয়াড়ে মত হ'য়েছে আর চোখদুটো যেন ভেতরে ঢুকে যাচ্ছে অথচ রোগ ত বিশেষ কিছু হয়নি। তেমন চোখদুটো জ্বল জ্বল ক'রে তোমার দিকে চাইতে পারে না কেমন একটা সলজ্জভাব তেমন শীঘ্র শীঘ্র পড়া মুখস্থ ক'রতে পারে না—তেমন টপ করে একটা নূতন অঙ্ক বুঝ্‌তে পারে না, পুরাতন পড়াগুলিও বড় শীঘ্র ভুলে যায় বোকা বাপ তুমি— তোমার অবহেলার জন্য তোমার ছেলেটি যে উৎসন্ন যায় ছুটীতে বায়ুপরিবর্ত্তনের জন্য ছেলেকে কোনও স্বাস্থ্যকর স্থানে পাঠাবার মতলব ক'র্‌ছ? কিছু দুধ ঘি বাড়াবার বন্দোবস্ত ক'র্‌বে ভাব্‌ছ? একটা ভাল টনিক? কিছুই দরকার নেই একটু চতুর হও দেখি খোঁজ নাও, একটু মনোযোগ দিয়ে দেখ, দেখ্‌বে—তোমার পাড়ার বদ্যিদের যে ছেলেটি প্রথম শ্রেণীতে পড়ে তার সঙ্গে ইন্দুভূষণের বিশেষ ঘনিষ্ঠতা হ'য়েছে। সে তোমাদের বাড়ীতেই অধিকক্ষণ থাকে, আর তোমার খুড়ীমা —যার তত্ত্বাবধানে ইন্দুভূষণকে রেখে গেছ তিনি বদ্যিদের সেই ভাল ছেলেটির কাছে পড়্‌বার জন্য প্রত্যহ তাকে পাঠিয়ে দেন এই সব স্পষ্ট চিত্র আঁক্‌তে গেলে কষ্ট হয়, লজ্জা হয়, ঘৃণা

হয় তোমরা বড় বুদ্ধিমান্ বাঙ্গালী জাত—কিন্তু খুব জোরে চোখে আঙ্গুল দিয়ে না দেখালে তোমাদের যে চৈতন্য হয় না

অনেক ছেলের এইরূপে লেখা পড়া নষ্ট হয়—স্কুল ছাড়ে, আবার এসে ভর্ত্তি হয় এর কারণ স্কুলে ছেলেদের সঙ্গে অবাধমিশ্রণের সুযোগ আছে দেশের সর্ব্বত্রই এইরূপ পূর্ব্ববঙ্গের ছেলেরা একটা নাম রেখেছে—অন্যত্র নাম নেই, এইটুকু প্রভেদ। প্রায় প্রতি ঘরে ঘরেই সুকুমার বালকদের বুকে এই নরকের রাজ্য হ'য়েছে কলিকাতার অনেক স্কুলে ক্লাশের মধ্যেই একরূপ অনেক অশ্লীল কার্য্যের অভিনয় হয় যাহা অশ্রাব্য ও অবাচ্য এই সব ছেলেদের হাত থেকে পাড়ার ছোট মেয়েদেরও নিস্তার নেই অনেক সময় একটি প্রণয়ীর জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা নিয়ে দুইজন বালকের মধ্যে বিবাদ, শেষে ক্যাঁকালগোছের মারামারিও হ'য়ে যায় কলিকাতার স্কুলসমূহে দেওয়ালের গায়ে, পাইখানার ভিতর, বেঞ্চের উপর কতরকম অশ্লীল কবিতা, গান, বাক্যবিন্যাস, আবার "শরৎ + মহেন্দ্র" প্রভৃতি ব্যাকরণের সন্ধিবিচ্ছেদের ছড়াছড়ি দেখ্‌বে—তাহা তোমাদের সোণার চাঁদেদেরই কীর্ত্তি বিদ্বেষবুদ্ধিতে কোনও ছাত্র লিখেছেন এর অর্থে বুঝ্‌তে হবে—শরৎ ও মহেন্দ্রের মধ্যে গুপ্ত প্রণয় আছে। এই সব ধার্ম্মিক হিন্দু পরিবারের ছোট ছোট ছেলেদের চরিত্রের নমুনা।

এরাই ক্রমে বড় হয়—কলেজে পড়ে। তখন মাত্রা চ'ড়ে যায়। কুৎসিত উপন্যাস নাটক "হিন্দুর গীতার" মত এদের সঙ্গে

সঙ্গে থাকে। স্ত্রীলোকের গল্প হ'লে আর কোনও কথা চাই না। বিবাহিত ছাত্রদের স্ত্রীর পত্র নিয়ে ছাত্রাবাসসমূহ আমোদে সরগরম হ'য়ে থাকে অনেক ছাত্র বেশ্যাসক্ত হ'য়ে পড়ে। পর স্ত্রীর প্রতি কটাক্ষ করা এদের কাছে কোনও দোষের মধ্যেই গণ্য নয় ইহাদের অসৌজন্যে অনেক সময় কলেজ ও ছাত্রাবাসের সন্নিহিত গৃহস্থদিগকে অত্যন্ত অসুবিধা ভোগ ক'রতে হয়। ইংরাজী সাহিত্যপুস্তকে স্ত্রীলোকের রূপবর্ণনা বা কুরুচিপূর্ণ অশ্লীল রসিকতা থাক্‌লে ক্লাশের মধ্যে পড়ানটা জমে অনেক খ্যাতনামা বয়োবৃদ্ধ অধ্যাপক এইরূপ বিষয়ে নির্লজ্জভাবে টিপ্পনী কাটিয়া ছাত্র সমাজের প্রিয় হন আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে এঁরা বুকে হাত দিয়ে কাজ করেন না তাঁদের ত মা আছে—তাঁদেরও ত বোন আছে এদের ছেলে মেয়ে হয় তারা আর কেমন হবে? তাই প্রায় ঘরে ঘরে ব্যভিচার। সেই ভীষ্ম আর দেশে হয় না—সে সীতা সাবিত্রীও অন্তর্হিতা। কেবল অন্তঃপুরের পাশ্চাত্য শিক্ষায় অনভিজ্ঞা জননীদের জন্যই যা কিছু মনুষ্যত্ব আজও বজায় আছে।

অপক্ক বীর্য্যস্খলনের বিষময় ফলও ফল্‌ছে ছেলেদের রোগ—আর রোগ। শীত গ্রীষ্ম একটু সহ্য ক'রতে পারে না—স্বর বিকৃত, কর্কশ মুখের স্বাভাবিক লাবণ্য লুপ্ত, চোখের কোলে কালিমা, মুখে ব্রণাধিক্য, দৃষ্টিক্ষীণতা—আজ অজীর্ণ, কাল সর্দ্দি, এ নেই এমন ছেলেই দেখ্‌তে পাবে না বাপ মার বলেন—ছেলেরা প'ড়ে প'ড়েই রোগা হ'য়ে যাচ্ছে অনেকে এত রুগ্ন

যে খানিক চ'ল্‌তেই হাঁপিয়ে পড়ে, অনেকের প্রস্রাবের রোগ, মেহ, মেহজ্বর। অনেকে চিররুগ্ন হ'য়ে কেবল মৃত্যুর কামনা ক'রছে

এই যে ভয়বহ ও লজ্জাজনক অবস্থা আমাদের দেশের ছেলেদের হ'য়েছে এর জন্য দায়ী কে? এত মেহ প্রমেহের ছড়াছড়ি দেশে দুই পুরুষ আগে কি কেহ শুনেছে? ধর, একটি ছোট ছেলে সে ত কাম কাকে বলে ত জানে না সে কি ক'রে এই কু অভ্যাস শিখেছে? এ দোষ কার?

প্রথম দোষ অভিভাবকের অনেক বাড়ীতে স্ত্রী পুরুষ যে বিছানায় বা যে ঘরে একত্র শয়ন করে সেই বিছানায় বা সেই ঘরে ছেলেদের নিয়ে থাকে আজকাল বিবাহিত জীবনটা হ'য়েছে যেন লাম্পট্যজীবন—পশুবৃত্তি চরিতার্থ কর্‌বার জন্যই স্ত্রীগ্রহণ এই সব অসংযত স্ত্রী পুরুষদের শয়নগৃহে বালকদের রাত্রে শুতে হয় অনেক বাড়ীতে আবার ছেলে মেয়েদের একত্র এক বিছানায় শুতে দেওয়া হয়

অনেক বাড়ীতে আবার দম্পতীর চালচলন ও কথাবার্ত্তাই কুরুচিপূর্ণ উপন্যাস ছাড়া এঁদের পড়্‌বার বই আর কিছু নেই —প্রেম সঙ্গীত এঁদের বড় প্রিয়, বাড়ীতে ছবি টাঙ্গান তাও অর্দ্ধউলঙ্গ বিলাতী রমণীর। কত বল্‌ব? অনেক অভিভাবক আবার পরস্ত্রীর প্রতি কুদৃষ্টি করেন বালকের ত এইসব দেখে এইত গেল ঘরের শিক্ষা

তারপর বাপমা বা অভিভাবক, ভালই হউন বা মন্দই হউন,

ছেলেদের চরিত্রগঠনের দিকে তাঁদের মোটেই লক্ষ্য নেই। তারা বাড়ীর চাকরের সঙ্গে থেকে, পাড়ার বয়স্ক ছেলেদের সঙ্গে মিশে, গৃহশিক্ষক বা স্কুলের শিক্ষকদের সঙ্গগুণে হস্তমৈথুন শিখে ফেলে। তারপর আছে—স্কুল। বর্ত্তমান স্কুলগুলিতে ব্রহ্মচর্য্য বিষয়ে কোনও উপদেশ দেওয়া হয় না এবং স্কুলের ছেলেদের নৈতিক চরিত্র সচরাচর কিরূপ জঘন্য হ'য়ে দাঁড়িয়েছে তার সংক্ষিপ্ত পরিচয় পূর্ব্বে দেওয়া হ'য়েছে। তার উপরে আছে নাটক ও উপন্যাস। তাতে স্ত্রীলোকের রূপ বর্ণন, স্ত্রীপুরুষের অনুরাগ, চুম্বন, প্রেম, বিরহ, আরও কত কি। ছোকরাদের মাথা ঘুরে যায়। এইরূপে বালকগণের নরকের দ্বার উন্মুক্ত হ'য়ে যাচ্ছে।

যদি ছেলেদের মঙ্গল ও তাদের উন্নতি দেখতে চাও তবে এক কাজ কর। ছেলের বয়স পাঁচ বৎসর হ'লেই তাকে স্ত্রীপুরুষের শয়নগৃহে রেখো না। বিধবা পিসি, মাসি, ঠাকুরমা, দিদিমা ইত্যাদির ত তোমাদের অভাব নেই। তাদের ঘরে রাখবে। ছেলেদের আর মেয়েদের পৃথক্ শয্যা ক'রবে। ছেলেদের বেশী বয়স না হ'লে তোমরা এ বন্দোবস্তটি কর না। এটি প্রকাণ্ড ভুল। আর এই ভুলের জন্যে কত ছেলের যে সর্ব্বনাশ হ'চ্ছে তার ঠিক নেই।

ছেলেদের সামনে কখনও স্ত্রীপুরুষে প্রেমালাপ বা অসংযত ব্যবহার না কর। এ বিলাতী অনুকরণে আমাদের ঘরের বিশুদ্ধ ভাবটি নষ্ট হ'চ্ছে। পাশ্চাত্যের উদ্দাম প্রবৃত্তির উত্তেজনা এনে তোমাদের ঘরের স্বর্গীয় শান্তিটুকু নষ্ট ক'রো না। ধর্ম্মগ্রন্থ,

পুরাণ প্রভৃতি থেকে ভাল ভাল চরিত্রকথা ছেলেদের কাছে গল্প কর। ভগবানের দিকে মন আকৃষ্ট কর সন্ধ্যার সময় বাড়ীর ছেলেমেয়েদের একত্র ক'রে তাদের ধর্ম্মসঙ্গীত শিখাও তোমাদের ঘরের উলঙ্গ বারবনিতাদের ছবিগুলি ভেঙ্গে চুরমার ক'রে ফেলে দাও তার পরিবর্ত্তে শঙ্কর, বুদ্ধ, চৈতন্য, রামকৃষ্ণ, যীশু-খৃষ্ট এই সব মহাপুরুষদের ছবি সাজাও তোমাদের গৃহলক্ষ্মীরা কার্পেটের উপর ছবি আঁকেন—তাঁদের বল কার্পেটের উপর ভাল ভাল নীতিকথা, ঈশ্বরীয় কথা সব লেখেন

ভৃত্যাদিগের সঙ্গে কখনও একাকী রেখো না এই সব ভৃত্যদের কাছে হাজার হাজার ছেলে হস্তমৈথুন শিখেছে।

পাড়ার বড় ছেলেদের সঙ্গে একেবারেই মিশ্‌তে দিও না যাদের সঙ্গে মিশ্‌তে দেবে তাদের চরিত্র ভাল ক'রে পরীক্ষা ক'র্‌বে অনেক সময় হয়ত দেখ্‌বে উচ্চশ্রেণীর বয়স্ক ছাত্র ক্লেশ স্বীকার ক'রে তোমার ছেলেটিকে যত্ন-সহকারে পড়াইয়া থাকে তাকে সকল সময়ে "অহেতুক কৃপাসিন্ধু" ভেবে প্রতারিত হইও ।

বাড়ীতে যে গৃহশিক্ষক রাখ্‌বে তার আচরণের দিকে গোপনে নজর রাখ্‌বে। তোমরা মনে ক'রতে পার, যে বিবাহিত ও প্রবীণ শিক্ষক রাখ্‌লে তার সংসর্গে ছেলে খারাপ হবে না। এইটি একেবারে ভুলে যাও এরূপ প্রবীণ বিবাহিত শিক্ষক অনেক আছে যাদের জন্যে পাড়াশুদ্ধ ছেলে নষ্ট হ'য়েছে ও আরও হচ্ছে এসব বাজে কথা নয়। বড় নির্ম্মম অপ্রিয় সত্য।

Boy-hunter ব ছেলে শিকারী মাষ্টারের কীর্ত্তি চাপা থাকে না ইহাদের বিষয় যখন শুন্‌বে তখন আবও দশজনের কাছে কথাটা সত্য কি না মিলাইয়া লইবে যখনই সত্য জান্‌বে, তখনই ঐরূপ মাষ্টারকে যাতে স্কুল থেকে অপসারিত করা যায় তার চেষ্টা ক'র্‌বে কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের বিষয় এই যে, অনেক স্কুলের এরূপ মাষ্টারকে অভিভাবকগণ বা স্কুলের কর্ত্তৃপক্ষগণ অসচ্চরিত্র ও ছেলেদের পাপ পথের প্রদর্শক জেনেও কোনও রূপে সাবধান কর্‌বার চেষ্টা করেন ন

একটু বয়স হ'লেই অর্থাৎ ১৪ বৎসরের কাছাকাছি হ'লেই ছেলেকে ব্রহ্মচর্য্য সম্বন্ধে শিক্ষা দাও লজ্জা ক'রো না। অনেকে মনে করেন তারা ছেলেমানুষ, ব্রহ্মচর্য্যের কথা স্পষ্ট ক'রে ব'ল্‌লে তারা যা জান্‌ত না তাও জান্‌বে এটা ভ্রান্ত ধারণা। ১৪ বৎসর বয়সের যত বালক দেশে আছে তাদের সঙ্গে ভাল ক'রে মেশ, দেখ্‌বে "ব্রহ্মচর্য্য" সম্বন্ধে বোঝে না এরকম ছেলে কটা আছে থাক্‌বে কি ক'রে? স্কুলের ছেলেদের সঙ্গ, পাড়ার ছেলেদের সঙ্গ, অভিভাবকদের হালচাল, তাকে না বুঝিয়ে যে ছাড়্‌ছে না। নির্ব্বোধ হরিণ প্রাণের ভয়ে যেমন ঝোপের মধ্যে গিয়ে মুখ লুকায়, আর মনে করে ব্যাধের তীর আর তাকে বিদ্ধ কর্‌বে না, আমরা ঠিক সেইরকম আমাদের ছেলেদের অবস্থা বুঝ্‌ছি সব, কিন্তু সব চাপা দিচ্ছি আর ভাব্‌ছি তারা নীতিপরায়ণ হ'য়ে উঠ্‌ছে

কখনও ব'লনা—তুমি খারাপ হ'য়ে যাচ্ছ, ভাল হও ব'লে

সকলের এইরূপ ভাল হওয়া উচিত। যদিও জান্‌তে পার যে ছেলেটি কু অভ্যাসের দাস হ'য়ে পড়েছে, তা'কে জা'ন্‌তে দিও না যে ঐ বিষয়ে তুমি তাহার প্রতি কিছুমাত্রও সন্দেহ কর। সে ভাল, তাকে আরও ভাল হ'তে হবে, এই কথাটা কেবল শুনিও। যদি একেবারে ব্রহ্মচর্য্যের কথা স্পষ্টভাবে বল্‌তে লজ্জা হয়, ব্রহ্মচর্য বিষয়ক অনেক পুস্তক আছে সেগুলির যে কোনও একখানি তাকে পড়্‌তে দাও।

তোমরা যে ছেলেদের পবিত্র ও ব্রহ্মচর্য্য নিষ্ঠ দেখ্‌তে চাও — ত ছেলেদের জান্‌তে দাও দেখি। তোমরা যে সমাজ যে তা চায় না। ছেলে বীর্য্য নষ্ট ক'রে ক'রে উচ্ছন্নে যাক্ তা'তে তোমরা ক্ষতি গণনা কর না —তারা বড় চাকরী পাবার মত লেখা পড়া কর্‌লেই হ'ল। যদি কোনও ছেলে চরিত্র গঠন ক'র্‌তে যত্নবান্ দেখ, অমনি তোমরা অভিভাবকেরা তারস্বরে চীৎকার ক'রে উঠ, আর তোমরা প্রতিবাসীরা—যত বিষ পরাণ তোমাদের ভাণ্ডারে আছে সব খরচ ক'র্‌তে থাক। যদি ছেলেকে লণ্ডন-রহস্য, প্রণয়ের তুফান, বা বিরহিণীর অশ্রু বিন্দু প'ড়্‌তে দেখ — তোমাদের কোনও বিরক্তি হয় না। কিন্তু যদি দেখেছ তার টেবিলের উপরে একখানি ব্রহ্মচর্য্য বিষয়ক বই বা একখানি ধর্ম্ম পুস্তক প'ড়ে আছে, অমনই হাজারটা প্রশ্ন কর, আর অতঃপর ঐরূপ মহাভীতিকর পুস্তক যাতে সে না পড়ে তার জন্য সতর্ক ক'রে দাও। মোটকথা তোমরা আজ ঘরে ঘরে হিরণ্যকশিপু, কিন্তু দুঃখের বিষয় প্রহ্লাদের সংখ্যা অল্প। আজকাল কোনও

কোনও স্কুলে এমন শিক্ষক আছেন, তাঁরা ছেলেদের চরিত্রগঠনের জন্য চেষ্টা করেন। গ্রামশুদ্ধ লোক তাঁদের উপর খড়গহস্ত। তারা স্পষ্টই বলে—আমরা মাষ্টার চাই, সাধু চাই না যে মাষ্টারগুলো চরিত্রহীন বা Boy-hunter তাদের বিরুদ্ধে অভিভাবকগণ বা গ্রামবাসিগণের কোনও অভিযোগ শুন্‌তে পাবে না, কিন্তু যাঁদের সংসর্গে ও উপদেশে ছেলেদের মধ্যে পবিত্রতার স্ফুরণ হচ্চে তাঁদের মস্তকে শতবজ্রনিক্ষেপের ব্যবস্থা দেখ্‌বে। তোমরা ভেবে দেখনা—তোমরা যে তোমাদের পুত্রকন্যাগণকে ছাগছাগীর আদর্শে গ'ড়ে তুল্‌ছ তাদের সন্তানও ছাগছাগী হবে দুর্ব্বল, রোগগ্রস্ত, চরিত্রহীন—অপমানে ঘৃণা নাই, সম্মানে গৌরব নাই, উচ্চ আকাঙ্ক্ষা নাই—উকীল, ডাক্তার আর কেরাণী বাবু—সঙ্গে সঙ্গে কামেশ্বর মোদক আর মদনমঞ্জরী বটিকা। লজ্জা হয় না?

এখন সমাজের নৈতিক অবস্থা অত্যন্ত অবনত হ'য়ে প'ড়েছে, কাজেই ছেলেদের চরিত্রগঠনের জন্যে এক্ষণে বেশী খাট্‌তে হবে। তারপর সমাজে একবার ব্রহ্মচর্য্য প্রতিষ্ঠিত হ'লে তখন আর ভাবনা কি? যখন তোমাদের ঘরসংসারে পবিত্রতার নির্ব্বাণোন্মুখ দীপশিখাটি আবার পূর্ব্বের মত জ্বলে উঠ্‌বে, বাহিরে বিদ্যার্থী যুবকগণ সব ধৃতবীর্য্য হবে—বিবাহিত গৃহস্থগণের জীবন পবিত্রতাময় হবে—তোমাদের সংসার, তোমাদের সমাজ সমস্ত নারীমূর্ত্তিতে জগজ্জননীর পূজা ক'রে ধন্য হবে, তখন দেখ্‌বে আবার আস্‌ছেন সীতা সাবিত্রী দময়ন্তী—সেই খনা, লীলাবতী, মৈত্রেয়ী, গার্গী,

সীমন্তের সিন্দুর উজ্জ্বল ক'রে আসছেন, সেই সব বীর রমণী—যাঁরা কর্ত্তব্যের কঠোর আহ্বানে পতিপুত্রকে হাসিমুখে মৃত্যুর মুখে পাঠিয়ে দিতেন দেখবে ভারতের ঘরে ঘরে আবার মানুষের মত মানুষের অভ্যুদয় হ'য়েছে—যারা ন্যায়, ধর্ম্ম ও সত্যের জন্য সর্ব্বস্ব পণ ক'রতে প্রস্তুত।

ভবিষ্যতের উপায়।

[৩]

আজ সকলেই ব'লছেন যে দেশটা জেগেছে। একথা খাঁটি সত্য। তবে একটা কথা এই যে, জেগেছে শুধু দেশের যুবক ছাত্রেরা। প্রাচীনরা এখনও ঘুমিয়ে আছেন। তাঁদের বদ্ধ দুয়ার ঠেলে ঠেলে নূতন ঊষার নূতন আলোক ঢুকছে। বাহিরে ছেলেদের কোলাহল ডাকহাঁক তাঁদের বিরক্ত ক'রে তুলছে। ছেলেদের আদর্শ সমস্ত বদলে যাচ্ছে, প্রাচীনের আদর্শকে তারা আর নিচ্চে না। তাই নূতনের সঙ্গে পুরাতনের মিল হ'চ্চে না। কোথায় গরিব লোক খেতে পাচ্ছে না—তাকে সাহায্য কর, কোন ছেলে পড়তে পাচ্ছে না তার জন্য চাঁদা কর, কোথায় বন্যায় ভেসে গেছে তাদের সাহায্যের জন্য ছোট, এ সব ত আগে এত ছিল না। প্রচীনরা ব'লছেন—তোমরা লেখা পড়া কর, অর্থোপার্জ্জন কর, তার পর দু চারটা উচ্ছিষ্ট যা অবশিষ্ট থাকবে তাতে অনেক গরিব প্রতিপালিত হবে। ছেলেরা তাতে কর্ণপাত করে না। তোমরা ত কত লোক কত অর্থ উপার্জ্জন ক'রছ—বক্তৃতা ছাড়া কাকেও ত আর কিছু ক'রতে দেখিনি। যাই হ'ক, একথা সত্য—হে দেশের যুবকবৃন্দ, তোমরাই তো মা-দের দেশের জন্য নিঃস্বার্থভাবে খেটেছ, আর ইহা ধ্রুব সত্য যে তোমাদেরই উপর দেশের সমস্ত ভবিষ্যৎ নির্ভর ক'রছে।

তোমরা যে হোমাগ্নি জেলেছ তাতে পবিত্রতার ইন্ধন আর নিঃস্বার্থপরতার ঘৃতাহুতি দিতে থাক, নতুবা দু চারদিনেই নিবে যাবে। তোমাদের মধ্যে ব্রহ্মচর্য্য প্রতিষ্ঠিত না হ'লে তোমাদের এ জাগরণে কোনও ফল হ'বে না। শ্রীরামকৃষ্ণ ব'লেছেন— "একটি লোক ছেঁদা কলসীতে ক'রে দুধ ব'য়ে আনছিল। বাড়ী এসে দেখে ছেঁদা দিয়ে সব দুধ প'ড়ে গেছে। একটুও সে বাড়ীতে আনতে পারেনি। [illegible] হবে, তবে কোনও উপদেশ ধারণা হবে না।" [illegible] নেতৃগণ কত হিতকথা ব'লেছেন, কত লোক কত দেশের অনুষ্ঠান ক'রছেন, তবু আমাদের ধারণা হয় না। আজও [illegible] তা ক'রে বুঝি না, বা বুঝেও কার্য্যে পরিণত ক'রতে [illegible] এর কারণ কি? ছেলেরা স্কুলে পড়ে [illegible] সহানুভূতি, বড় হ'লে স্কুল ক'রবে, গরীবদের অন্নবস্ত্র [illegible] ক'রবে আর যখনই সে বড় হ'ল [illegible] মনে কি? ব্রহ্মচর্য্যের অভাব [illegible] সেই দৃঢ় প্রতিজ্ঞতা নেই—কর্ম্মে স্থায়ী উদ্যম নেই।

আমাদের দেশের ইতিহাস [illegible] দেখবে, [illegible] পবিত্রতা, ত্যাগ ও ধর্ম্মের গরিমা চারিদিকে, তখনই [illegible] আত্মজ্যোতি [illegible] পাণ্ডিত্যে ও ধনে ঐশ্বর্য্যশালী [illegible] শিবাজী যে মারাঠায় হিন্দু-রাজ্যের প্রতিষ্ঠা ক'রলেন সে [illegible] কোণ্ডদেবের নীতিশিক্ষা ও রামদাস স্বামী[illegible] [illegible] মারাঠা সৈন্যের চরিত্র উজ্জ্বল হ'ল [illegible]

আরম্ভ হ'ল। রাজপুতানার পবিত্রতা গগন ও কুঃ তখন দেখ—তার মেয়েরা অনলে পুড়ে ম'রছে, প্রকাশ্যে যুদ্ধ ক'রে প্রাণ তা ও দিয়ে দিচ্ছে, তবু পবিত্রতার গৌরবটুকু ছাড়ছেন না। ... যখন আবার যবন রাজপুত মেয়েদের সতীত্ব বাদশাহের খুশী বিনিময়ে বিকাতে লাগল, তখন রাজপুতের আর সে তেজ নেই, সে বীর্য নেই। তাই ব'লছি পবিত্রতা আর নিষ্ঠা—এতার উপরেই আমাদের জাতীয়তা গঠিত। আজ তাকে উপড়ে ফেলে নূতন ক'রে কি ক'রে গড়বে? এই আদর্শ নিয়েই আমাদের ভীষ্ম, কর্ণ, দ্রোণ—আমাদের ব্যাস, বাল্মীকাদি ঋষি আমাদের শুক, বশিষ্ঠ, পরাশর, যাজ্ঞবল্ক্য—আমাদের বুদ্ধ, শঙ্কর, চৈতন্য ও রামকৃষ্ণ। আমাদের রাজপুত, মারাঠা, শিখ ও বাঙ্গালার বীর—সব এই আদর্শেই গঠিত হ'য়েছিল। এই আদর্শেই হিন্দু জগতে সকলের চেয়ে বড় হ'য়েছিল, আজ এই আদর্শ ভুলেই এত গভীর অধঃপতন। আর যদি আবার জগতের সামনে তেমনি মাথা তুলতে চাও—তবে পবিত্রতার পতাকার নিম্নেই দাঁড়াতে হবে।

ছেলেদের কেবল বলা হয়—দেশের কাজ কর, দেশের কাজ কর। আমিও বলি হ্যাঁ তাহাই। ব্রহ্মচর্য্য-পালনই জীবনমান দেশের কাজ। অন্য কোনও কাজ তোমাদের ক'রতে হবে না। তেমনি বীর্য্য ধারণ কর, পবিত্র চিন্তা কর, স্ত্রীলোককে মাতৃজ্ঞান কর। দেখবে হৃদয়ে অদম্য তেজঃ, অভূতপূর্ব্ব আনন্দ। তোমরা পবিত্র হ'তে পবিত্রতর হও—তোমাদের কথাবার্ত্তায়, চলাফেরায়

পবিত্র চিন্তা উঠ্‌তে থাকুক দেশের স্রোতঃ ফিরে যাবে তখন কত লোক তোমাদের সংস্পর্শে এসে পবিত্র হ'য়ে যাবে। তারপর দেখ্‌বে, পবিত্রতার সেই শান্ত ছোট ঢেউটির পেছনে পেছনে কর্ম্মের উত্তাল তরঙ্গ সমগ্র মানব সমাজকে তোলপাড় ক'রে দেবার জন্য ছুটে আস্‌ছে

বর্ত্তমান যুগের ছাত্রদিগের তিনটী গুণ চাই প্রথম—উচ্চশিক্ষা, দ্বিতীয়—বলিষ্ঠ ও নীরোগ দেহ, তৃতীয়—নৈতিক চরিত্র।

প্রথম লেখাপড়ার সম্বন্ধে বাড়ীতে যথেষ্ট উপদেশ পাবে তবে তোমাদের মঙ্গলের জন্য একটা সাবধানতা আমার বল্‌বার আছে পরীক্ষার বেশী নম্বর পাবে ব'লে দিবারাত্র প'ড়ে প'ড়ে শরীরটা নষ্ট ক'রো না। কারণ পরীক্ষায় নম্বর পাওয়াই মানব জীবনের চরম সার্থকতা নয় অনেক ছাত্র এইরূপে স্বাস্থ্য হারিয়েছে, তারপর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বেরিয়ে জীবনে আর কিছু উন্নতি ক'র্‌তে পারেনি

দ্বিতীয়—বলিষ্ঠ ও নীরোগ শরীরের জন্য ব্যায়াম প্রয়োজন অনেক অভিভাবক ছেলেদের ব্যায়াম ক'র্‌তে দেখ্‌লেই জ্বলে উঠেন—এর কারণ খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। অন্যান্য সুসভ্য দেশে ঠিক ইহার বিপরীত সেখানে অভিভাবকগণ ছেলেদের বিদ্যা শিক্ষার জন্যে যেরূপ যত্ন করেন, তাহাদিগকে ব্যায়ামকুশল কর্‌বার জন্যে ততোধিক উৎসাহ দেন। এদেশের অভিভাবকগণ অধিকাংশই অজীর্ণরোগী, কৃশ বাতপঙ্গু কিম্বা স্থূলোদর। ছেলেদেরও তাঁরা তদনুরূপ দেখ্‌তে চান ব্যায়ামে শরীর

সুস্থ থাক্‌বে, ডাক্তারের খরচ কম হবে, লেখাপড়ার জন্যে পরিশ্রম ক'র্‌তে পার্‌বে, জীবনে নীরোগ শরীর নিয়ে সুখী হবে, একথা তাঁরা বোঝেন না। বুঝুন এক্ষেত্রে ছেলেদের গোপনে অবাধ্য হ'তে হবে। ব্যায়ামে কেবল যে শরীর সুস্থ থাকে তা নয় কামদমনের সহায়তা করে।

তৃতীয় ব্যায়ামের জন্যে যদিও তোমরা অভিভাবকগণের কাছে উৎসাহ পাও, ব্রহ্মচর্য্যের কথাটা পর্য্যন্ত কাহারও মুখে শুনতে পাবে না। এঁরা ছেলেদের কাছে এই নামটী উচ্চারণ ক'র্‌তে লজ্জা পান কি ভয় পান, তা জানি না। কিন্তু তাঁদের লজ্জার জন্যেই হ'ক কি ভয়ের দোষেই হ'ক, ছেলেরা ক্রমে অসৎসংসর্গে মিশে চরিত্র হারায়। তখনও তাদের ফিরিয়ে আনে এমন লোক নেই। অনেকে শেষে ব্যাধিগ্রস্ত হ'য়ে পড়ে। তখন যত হিতাকাঙ্খী লোকেরা এসে জোটেন। তার দোষের উল্লেখ ক'রে তাকে সকলের চোখে ঘৃণিত ক'রে তোলেন। সে মনে করে, আমি মহাপাপী। আমার ভাল হবার বুঝি আর কোনও উপায় নেই। কাজেই সে আর ভাল হয় না। আর যে বাহিরে রোগগ্রস্ত হয় না, সে সাধুনামে সমাজে চ'লে যায়। অথচ ভিতরে ভিতরে সব খাক্ হ'য়ে যাচ্ছে। এইত সমাজের অবস্থা। এরই মধ্যে সৌভাগ্যক্রমে ক্বচিৎ শতকরা একজন ছাত্র কখনও বীর্য্য নষ্ট করে নি।

যারা কখনও অসৎসংসর্গে প'ড়ে নষ্ট হয় নি তাদের সৌভাগ্য। কিন্তু তাদের সাবধান হ'তে হবে, নতুবা সমাজের

যেরূপ অবস্থা তাতে এই সৌভাগ্য বেশী দিন না থাক্‌তে পারে। সর্ব্বদা সৎসঙ্গে কাটাতে হবে সৎসঙ্গ হচ্চে—পবিত্র-স্বভাব ধর্ম্মপ্রাণ ব্যক্তি ও সদ্‌গ্রন্থ মন হাজার দৃঢ় হ'লেও অসৎসংসর্গে যেও না।

যারা অসৎসংসর্গে প'ড়ে নষ্ট হ'য়েছে তাদেরও দুর্ভাগ্যের কারণ নেই। কারণ ভাগ্য মানুষের হাতে বদ্‌লে দাও আগে তুমি জান্‌তে না যে আপাততঃ সুখের জন্যে তোমার শরীর মন সব নষ্ট হ'য়ে যাচ্চে, কেহ তোমায় জানায় নাই—বুঝায় নাই।—আজ তুমি জানিতেছ—বুঝিতেছ, আজই তুমি পবিত্র হ'য়ে যাবে। এই মুহূর্ত্তেই মনে কর—আমি পবিত্র, আমি পবিত্র—আমি কামের ক্রীতদাস হবার জন্য জন্মি নাই—ইন্দ্রিয় জয়ের জন্য আমার জন্ম। এখনই তুমি ইন্দ্রিয়জয়ী হবে। মন্দ হবার যার শক্তি আছে, ভাল হবার শক্তি তার নিশ্চয়ই আছে স্বামী বিবেকানন্দ বল্‌তেন "দেওয়ালে চুরি করে না, গরুতে মিথ্যা বলে না, গাছেরা ব্যভিচার করে না, তাই ব'লে কি তারা মানুষের চেয়ে বড়?" আজ যে মানুষ চুরি ক'র্‌চে কাল সে পরার্থে আত্মবিসর্জ্জন ক'র্‌তে পারে, আজ যে মিথ্যা ব'ল্‌চে কাল সে সত্য-নিষ্ঠার জন্য সর্ব্বস্ব ত্যাগ ক'র্‌তে পারে, আজ যে কামসেবায় পশুর মত হ'য়ে রয়েছে কাল সে ব্রহ্মচারী দেবতা হ'তে পারে অতএব ছাত্রগণ, নিজেদের ছোট ভেবো না। ব্রহ্মচারী হও—মানুষ হও। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণদেবের কথায় ব'ল্‌তে গেলে, তোমরা সব সিংহশিশু। নিজেদের ছাগশিশু ভেবে ভেবে সেইরূপই

হ'য়ে যাচ্ছ। চেয়ে দেখ, তুমি ছাগশিশু নও। অপবিত্রতার একটা কাল্পনিক আবরণ তোমারই ভ্রমে গড়ে উঠেচে ও তোমার স্বরূপকে ঢেকে ফেলেচে। সেটাকে দগ্ধ ক'রে দাও আর সিংহের মত গর্জ্জন ক'রে উঠ আমি পবিত্র—আমি পবিত্র

আমরা হিন্দুর ছেলে। আর্য্যঋষিগণের পবিত্র শোণিতধারা আজও আমাদের ধমনীতে প্রবাহিত হ'চ্চে। সে সময় প্রতীচ্যের অন্ধ অনুকরণের মোহে কামসেবাকেই জীবনের চরম সার্থকতা মনে ক'রব? তা হ'তেই পারে না—আমাদের ভাল হ'তেই হবে তাই আজ আবার সুবাতাস বইছে—ব্রহ্মচর্য্যের দিকে ছেলেরা ক্রমশঃ আকৃষ্ট হ'চ্চে এই সেই পবিত্রভূমি, যেখানকার ধূলিতে মহাতেজস্বী ব্রহ্মচারিগণের পূতচরণধূলি মিশাইয়া আছে—ইহারই বাতাসে তাহাদের পবিত্র চিন্তাতরঙ্গ ভাসিয়া বেড়াইতেছে সেই আর্য্যভূমির সন্তান তোমরা—একবার চেষ্টা কর পবিত্র হবার জন্য, একবার মনে মনে আকাঙ্ক্ষা কর আমার মন হ'তে কাম চলে যাক্, তার স্থানে পবিত্রতা এসে আসন জুড়ে বসুক। সেই সব পবিত্র চিন্তাতরঙ্গ তোমায় এগিয়ে দেবার জন্য ছুটে আসবে আর তুমি এত শীঘ্র পবিত্রতার পথে এগিয়ে যাবে যে নিজেই অবাক্ হ'য়ে যাবে।

ব্রহ্মচারীদের প্রধানতঃ নিম্নলিখিত বিষয়গুলিতে দৃষ্টি রাখ্‌তে হবে ঃ—(১) ব্যায়াম ও প্রত্যূষে শয্যাত্যাগ। (২) বিদ্যালয়গমন ও পাঠাভ্যাস (৩) যথাসাধ্য পরোপকার (৪) উপাসনা ও প্রার্থনা (৫) পবিত্র ধার্ম্মিক লোকের সঙ্গ (৬) সদ্‌গ্রন্থ পাঠ।

(৭) অপরকে সৎপথে অগ্রসর হ'তে সহায়তা করা (৮) প্রলোভন হ'তে দূরে থাক ( ) নবীরের পবিত্রতা অনুধাবন (১০) উর্দ্ধপদে

নিম্নলিখিত বিষয়গুলি পরিত্যাগ ক'রতে হবে : (১) উপন্যাস ও নাটক পাঠ (২) অপবিত্র প্রসঙ্গ শ্রবণ ব আলোচনা (৩) পরনিন্দা (৪) আহারে অসংযম (৫) দিবা নিদ্রা, অতি নিদ্রা ও অল্প নিদ্রা (৬) বিলাসিতা

পরিবর্জনীয় বিষয়গুলির আলোচনা প্রথমে করা যাক

(১) নাটক ও উপন্যাস পাঠ ইহা নিষেধ করায় অনেক গণ্ডগোল বাধ্বে জানি সাহিত্য কি ক'রে শেষ যাবে ? এই আপত্তি হয় কিন্তু যারা ব্রহ্মচারী হবার চেষ্টা ক'রছে তাদের পক্ষে ইতিহাস আদি পাঠে যতদূর সাহিত্যিক হওয়া সম্ভব ততদূর হওয়াই ভাল আমার আপত্তি এই, উপন্যাসে স্ত্রীলোকের রূপ-বর্ণন, স্ত্রীপুরুষের কামকাতর প্রেমালাপ প্রভৃতি পাঠে তরলমতি প্রথম প্রবর্ত্তকদিগের মনে সহজেই কামভাবের উদ্রেক হয় সেই চিন্তাতে যে বীর্য্য আমাদের সর্ব্বশরীরে ব্যাপ্ত হ'য়ে আছে তাহা অলক্ষ্যে স্খলিত হয় তখনই জানা যায় না, পরে প্রস্রাবের সঙ্গে বেরিয়ে যায় বিশেষতঃ মনে ঐসব ভাবের একটা ছবি পড়ে। সুষুপ্তির সময় মনের সেই ছবি জাগিয়া উঠে আর বীর্য্য পতন হয়।

নাটক উপন্যাস দুই রকমের আছে। যাহা প্রকৃত সাহিত্য আর যাহা সাহিত্যপদবাচ্য নহে। যে নাটক, উপন্যাস ও কাব্য

পাঠ ক'রে পাঠকের মনের উচ্চভাবগুলির উদ্বোধন না হয় তাহা সাহিত্য নামের যোগ্য নহে। নিষেধের মধ্যে যে একটা উপ- ন্যাসকে হেয় হ'য়েছে তাহা অসম্পূর্ণ পূর্ব্বোক্ত একমের। যে কাব্য পাপ ও পুণ্য, অন্ধকার ও আলো, অপবিত্রতা ও পবিত্রতা, দুটীকে পাশাপাশি রেখে পুণ্য, আলো ও পবিত্রতার মহিমা ফুটিয়ে তুলেছে তাহাই সাহিত্য। আবার অনেক সময় বড় ওস্তাদ লেখক স্ত্রীপুরুষের কামবিহ্বল আচরণ প্রভৃতি এমন কি মৈথুন পর্য্যন্ত এরূপ কৌশলে বর্ণন করেন যে কুৎসিৎ ও অখাদ্য বোধে তাহাতে বিতৃষ্ণা আসে। তাহাও সাহিত্য। কিন্তু অপরি- ণতবুদ্ধি বালকেরা এইরূপ নীতিগর্ভ কাব্য পাঠ ক'রেও তার উপ- দেশ গ্রহণ ক'রতে সমর্থ হয় না, পরন্তু পাপ অন্ধকার ও অপবিত্র- তার দিকেই খানিকটা আকৃষ্ট হবে। এবং এই খানিকটাই তাদের কোমল অন্তঃকরণ জীর্ণ ক'রে দিতে পর্য্যাপ্ত। সুতরাং এরূপ কাব্য বয়স্ক বৃদ্ধদিগের হিতকর হ'লেও বালকদের অপাঠ্য।

(২) অপবিত্র প্রসঙ্গ শ্রবণে ও তাহার আলোচনাতে ঠিক প্রথমোক্তরূপে ব্রহ্মচর্য্যের হানি হয়।

কায় মন ও বাক্য দ্বারা ব্রহ্মচর্য্য পালন ক'রতে হবে। শুধু, অপবিত্র চিন্তা দূর ক'রলেই যে ব্রহ্মচর্য্য অনুষ্ঠিত হ'ল তা নয়, অপবিত্র প্রসঙ্গের আলোচনাও ত্যাগ ক'রতে হবে। কায় ও বাক্য দ্বারা ব্রহ্মচর্য্য পালন, যথা—কর্ম্মেন্দ্রিয়ের কার্য্য সংযত রাখ, অপবিত্র-আলোচনা শ্রবণ হ'তে বিরত হওয়, অপবিত্র- দৃশ্যদর্শন না করা, অপবিত্র প্রসঙ্গ নিজে মুখে না বল। একটু

প্রসঙ্গে কথাটি বলি মনে কর তুমি একটী ঘরে শয়ন করিয়া আছ, পার্শ্বের ঘরে যুবক ও যুবতী অভিসারে আসিয়া প্রেমালাপ করিতেছে, তাহা শুনিয়া তোমার মনে কি কামোদ্রেক হওয়া স্বাভাবিক নহে। আমি একটী সচ্চরিত্র ছাত্রকে জানি, তাহার আর্থিক অবস্থা ভাল নয় বলিয়া সে এক গৃহস্থের বাড়ী গৃহশিক্ষক হইয়া থাকিত তার থাক্‌বার জন্য যে ঘর নির্দ্দিষ্ট ছিল সেই ঘরে পাড়ার একটী অসচ্চরিত্রা কিশোরী ও কয়েকটী যুবক অসদভিপ্রায়ে আসিয়া তাস খেলিত, পরস্পর হাস্য পরিহাস করিত ও নিতান্ত অশ্লীল রসিকতা করিত কিছুদিনের মধ্যেই ছাত্রটীর স্বপ্নদোষ আরম্ভ হইল এইরূপ শতসহস্র দৃষ্টান্ত প্রত্যহ চক্ষুর সমক্ষে দেখিতেছি শুদ্ধ অপাপবিদ্ধ বালকগণ যে পশুভাবের অধীন হ'যে প'ড়েছে তার কারণ কি ? বাড়ীর মধ্যে বাড়ীর বাহিরে তারা যেখানে চাহিয়াছে, অপবিত্র প্রসঙ্গ শুনেছে আর অপবিত্র ভাব দেখেছে।

অসৎপ্রসঙ্গ ত্যাগের প্রধান উপায় বন্ধুর সংখ্যা কমিয়ে আনা আর অল্পভাষী হওয়া সমপাঠী বন্ধুদের সঙ্গে মিশলে, অসৎপ্রসঙ্গ তারা করলে, তুমি চুপ ক'রে শুনে গেলে—অথচ তুমি নির্লিপ্ত, এরূপ আত্মপ্রবঞ্চনাকে মনে ঠাঁই দিওনা। নির্লিপ্ত হওয়াটা উত্তম ও সর্ব্বথা বাঞ্ছনীয় বটে কিন্তু নির্লিপ্ত হওয়াটা তত সোজা নহে অনেক সাধনার ফলে "নির্লিপ্ত নির্ব্বিকার" প্রভৃতি অবস্থাগুলির প্রথম সীমায় পদার্পণ করা যায় যে স্থানে বা যে ব্যক্তির সঙ্গে অসৎপ্রসঙ্গ হবার সম্ভাবনা আছে তা হ'তে দূরে থাক্‌বে।

কামোদ্দীপক দৃশ্য দর্শন নিষিদ্ধ কামাতুর যুবক বিহ্বল হইয়া যুবতীকে চুম্বন করিতেছে, ইতর প্রাণিযুগল পরস্পর মৈথুন করিতেছে, ইত্যাদি দেখিতে দর্শনের সঙ্গে সঙ্গে মনের মধ্যে একখানি ঐ ভাবের ছবি তৎক্ষণাৎ আঁকা হ'য়ে যায়। ঘরের দেওয়ালে উলঙ্গ মেয়েদের ছবি কি কামনাতুর যুবকযুবতী অতি নির্লজ্জভাবে পরস্পর জড়াইয়া আছে ইত্যাকার ছবি, মোটেই রাখা উচিত নয় এই সব ছবির ঠিক একখানি অবিকল ফটো তোমার মনে উঠে যাবে। ক্যামেরাতে ফটো উঠতে যে সেকেণ্ড টুকু লাগে মনে এই ফটো উঠতে তার একটুও বেশী সময় লাগে না। অন্য ফটো দু পাঁচ বৎসর পরেই নষ্ট হয়ে যায়, কিন্তু মনের ফটো কখনও নষ্ট হবার নয়

অসৎ প্রসঙ্গ মুখে বলাও উচিত নয় অনেকে ভাবেন, মনে খাঁটি আছি, মুখে ব'ল্‌লে আর ক্ষতি কি হবে? মুখে ব'ল্‌তে ব'ল্‌তে মনে বাসনার উদ্রেক হয়, মনের বাসনা শেষে কার্য্যে পরিণত হয়। এমন কি মন্দের ভান করাও ঠিক নয়। মাতাল, বেশ্যাসক্ত, নাটকের নায়ক বা নায়িকা, প্রেমিক বা প্রেমিকার ভূমিকা অভিনয় করা ব্রহ্মচর্য্যের অনুকূল নহে। শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব একবার স্বর্গীয় মহাত্মা কেশবচন্দ্র সেনের বাড়ী "নববৃন্দাবন" নাটকের অভিনয় দেখিতে গিয়াছিলেন। একজন ব্রাহ্মভক্ত মাতাল সাজিয়াছিলেন। সেই প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়া এক সময় তিনি উপদেশ দিয়াছিলেন যে মন্দ অভিনয় করাটাও ভাল নয় যাহার ভান করিবে শেষে

তাহাই হইয়া যাইবার ভয় আছে তিনি বলিয়াছিলেন, যাত্রার স্ত্রীলোকের ভূমিকা অভিনয় ক'রে তাদের হাবভাব, চাল চলন, কথাবার্ত্তা সব মেয়েলি ঢংএ পরিণত হয় অনেকে বলেন, সামান্য উপন্যাস পাঠে, অসৎপ্রসঙ্গ একটু শুনে, বা একখানি কুৎসিত ছবি দেখে যার মনে কুভাব আসবে, সে সংসারে কি ক'রে চ'লবে? এই প্রসঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণদেব ব'লতেন—"গাছ যতদিন চারা থাকে ততদিন বেড় দিয়ে তাকে ঘিরে রাখতে হয় নতুবা ছাগল গরুতে মুড়িয়ে খাবে তারপর বড় হ'লে তার গুঁড়িতে হাতী বেঁধে দিলেও কিছু হবে না"

(৩) পরনিন্দা—পরের নিন্দা ক'রে লাভ কিছুই নেই বরং সমূহ ক্ষতি আছে। অমুক লোক অত্যন্ত অসচ্চরিত্র, অমুক লোক ব্যভিচারী ইত্যাকার আলোচনা ক'রতে ক'রতে অসচ্চরিত্রের সংযম হীনতা আর ব্যভিচারীর উচ্ছৃঙ্খলতা মনের উপর একটা কাল দাগ রেখে যায় লোকের দোষ দেখে বেড়ালে ক্রমে গুণ দেখবার স্বভাব তিরোহিত হয়, আর কেবল ব্যক্তিবিশেষের দোষের দিকেই প্রথম নজর পড়ে তখন সংসারটা কেবল পাপময়, অসংযমের লীলাক্ষেত্র এই ধারণা হ'তে থাকে মানুষের দুর্ব্বলতা দেখতে দেখতে শেষে নিজের উপর অবিশ্বাসের ছায়া অল্পে অল্পে এসে পড়ে। এইজন্য সাধুরা পরনিন্দা বর্জ্জনীয় ব'লেছেন পরের গুণকীর্ত্তনে উপকার হয় অমুক লোক ইন্দ্রিয়জয়ী, অমুক প্রলোভনে প'ড়েও চরিত্র অটল রেখেছে ইত্যাকার আলোচনা ক'রতে ক'রতে মানুষের শক্তির উপর বিশ্বাস বাড়ে এবং নিজের উপর

বিশ্বাস বাড়ে যখনই কোনও দুর্ব্বলতা আসে তখনই মনে হয় এত লোক কামদমন ক'রেছে আর আমি পারব না ?

এমন কি আত্মনিন্দাও মহাপাপ আমি পূর্ব্বে অমুক ক'রেছি, বীর্য্য নষ্ট ক'রেছি, পরস্ত্রীর প্রতি কতবার কুদৃষ্টি ক'রেছি, আমার মত মহাপাতকী আর কে আছে ইত্যাদি ভাব-গুলিকে বৈষ্ণবসুলভ দৈন্য ব'লে সমাদর ক'রো না উহা সর্ব্ব-নাশের মূল তুমি যা ক'রেছ তাহা ক'রেছ তার আলোচনায় আর দরকার নেই তাই শ্রীরামকৃষ্ণদেব ব'লতেন "যে শালা নিজেকে পাপী পাপী বলে, সে শালা পাপীই হ'য়ে যায় আর আমি মুক্ত, আমি মুক্ত, ভাবতে ভাবতে মুক্তই হ'য়ে যায়" অনেক বালককে দেখেছি তারা বলে আমি বড় মন্দ, আমার মত ছোট আর কেহ নাই, আমার মনে কাম সর্ব্বদা উঁকি মারবার চেষ্টা করে, এই সেদিন মনে কি চাঞ্চল্যই এসেছিল। তারা জানে না এইরূপ আত্মনিন্দা হ'তেই আত্ম অবিশ্বাসের সূত্রপাত হয় তুমি কিরূপ অধ্যবসায়ের সহিত সেদিন মনের পবিত্রতা রক্ষা ক'রেছিলে, চেষ্টা ক'রলে তুমি আরও কত অল্প আয়াসে নিজেকে অপবিত্রতার পরপারে নিয়ে যেতে পার এই কথা ভাব দেখি এই প্রসঙ্গে একটি গল্প মনে পড়ে এক ব্যক্তি কাশীধামে যাচ্ছেন। খানিকদূর গিয়ে ভাবলে, দেখি বাড়ী থেকে এখন কতটা এগিয়ে এসেছি। মাপ্‌তে মাপ্‌তে শেষে বাড়ী এসে হাজির 'আমি এখন কত ভাল, আর আগে কি অসংযমী ছিলাম, ভাবতে ভাবতে সেই পূর্ব্বের ভাগাড়েই এসে হাজির

তাই বলি, পরাজয়ের কথা শুনে দরকার নাই—বিজয়ী বীরগণের যশোকাহিনী শ্রবণ মনন ও কীর্ত্তন কর, আর নিজে অতুলবিক্রমে যুদ্ধ ক'রে যাও।

(৪) আর সে অসংযম ব্রহ্মচর্য্য বিষয়ক পুস্তকে আহারের অনেক বিধিনিষেধ ও পরদ্ধা আছে। তা দেখে ছেলেরা পেছিয়ে যায় আর মনে করে ব্রহ্মচারী হওয়া আমাদের দ্বারা হবে না। ঐ বিধিনিষেধগুলি হিন্দুর ধর্মশাস্ত্র থেকে উদ্ধৃত করা হ'য়েছে এবং বিধিনিষেধের কঠোর শাসনের উদ্দেশ্য হৃদয়ঙ্গম ক'র্তে হ'লে সর্ব্বপ্রথমে জানা দরকার যে প্রাচীন হিন্দুরা ব্রহ্মচর্য্যকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ তপস্যা জান্তেন। যথা "ন তপ স্তপ ইত্যাহু র্ব্রহ্মচর্য্যং তপোত্তমং ঊর্দ্ধরেতা ভবেদ্ যস্তু স দেবো নতু মানুষঃ।" অন্য তপস্যা তপস্যার মধ্যেই গণ্য নয় ব্রহ্মচর্য্যই শ্রেষ্ঠ তপস্যা যিনি ঊর্দ্ধরেতা তিনি দেবতা, মানুষ নহেন। সুতরাং এই শ্রেষ্ঠ তপস্যার জন্য আহারের বিধিনিষেধ মেনে চলা তদানীন্তন সমাজে অধিক কঠোর ব'লে প্রতীয়মান হ'ত না। পরন্তু শাস্ত্রোক্ত ঐ সমস্ত বিধি ও নিষেধগুলি মেনে চল্‌লে যে মনের চাঞ্চল্য দমনের সহায়তা করে তা'তে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। হিন্দু বিধবাদিগের জন্য যে আহার শাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট আছে সেই আহারকে সাত্ত্বিক আহার বলে। কারণ ও তে মনে সত্ত্বভাবের বৃদ্ধি সাধন করে এই জন্যই তাহা বিদ্যার্থী ব্রহ্মচারিগণের জন্য নির্দ্দিষ্ট ক'রেছিলেন। কিন্তু এখন দেশকাল অনুসারে তাহা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে মেনে চলা দুরূহ। এখন সহরের বাজারের দুধ ঘি সমস্তই দূষিত ও

স্বাস্থ্যের হানিকারক এবং সর্ব্বোপরি মহার্ঘ দেশের ক'জন ছেলে দুধ ঘি খেতে পায় ? যা'তা' ক'রে দুবেলা উদরজ্বালা নিবৃত্তি এই সর্ব্বত্র কারণ অধিকাংশ পরিবারেই দারিদ্র্য এরূপ অবস্থায় যা কিছু পুষ্টিকর খাদ্য তারা খায়, তাই ভাল। মাছ, মাংস, মসুরীর ডাল প্রভৃতি দ্রব্য উত্তেজক ব'লে বাদ দিলে দৈনন্দিন আহার্য্যতালিকায় আর কোন্ পুষ্টিকর খাদ্য বাকী থাকে ? ছানা সন্দেশ বাড়ীতে ক'জন পায় ? দরিদ্র পরিবারে মাছ মাংসও পর্য্যাপ্ত পরিমাণে কেউ পায় না সত্য, তা' হ'লেও মাঝে মাঝে যা পাওয়া যায় তাই ভাল প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তির আহার পরিমাণ চিকিৎসকগণ যেরূপ নির্দ্দিষ্ট ক'রেছেন তার অনুপাতে আমাদের দেশের ছেলেরা ত খেতেই পায় না এর উপর আর সংযমের কথা চলে না যে প্রত্যহ চর্ব্ব্য চোষ্য ইত্যাদি আহার পায় তার পক্ষে মধ্যে মধ্যে "একাদশী" প্রভৃতির উপবাস সুন্দর ব্যবস্থা, কিন্তু যে হতভাগ্যগণকে প্রত্যহই প্রায় "একাদশী" ক'রতে হচ্ছে তা'দিগকে আর উপবাস ক'রতে বলা বিড়ম্বনা মাত্র। তবে গুরুপাক খাদ্য, অতিরিক্ত আহার ও পচা আহার সর্ব্বথা অবিধেয় দোকানের খাবারগুলি স্বাস্থ্যের পক্ষে বিষতুল্য ময়রার দোকানের খাবারের মধ্যে সন্দেশ ও ছানা খাবে পয়সা খরচ ক'রে ময়রার দোকান থেকে "অম্বশূল" না কিনে, মুড়ি ও নারকেল খাওয়া হাজার গুণে ভাল বাড়ীতে নারকেলের নানাবিধ খাবার তৈরী ক'রলে ময়রার দোকানের খাবার অপেক্ষা কম মুখরোচক হয় না

পর্য্যুসিত খাদ্যদ্রব্য বর্জ্জনীয় রাত্রে দিবাভাগের অপেক্ষা অল্প আহার কর্ত্তব্য

মাছ মাংস খেলেই যে ব্রহ্মচর্য্যের হানি হবে একথা প্রমাণিত সত্য নহে আমিষ ও নিরামিষ আহার সম্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন পণ্ডিতের ভিন্ন ভিন্ন মত যাঁর যেরূপ সুবিধা ও স্বাস্থ্যের অনুকূল তিনি সেইরূপই ক'রবেন। যদি মাছ, মাংস, ডিম্ব ব্যবহার ক'রে তোমার শরীর ভাল থাকে তুমি তাই ক'রবে। উপযুক্ত আহারের অভাবে আমাদের শারীরিক শক্তি ও সুস্থতার হ্রাস হ'চ্ছে—এখন যাতে শরীরের শক্তি বাড়ে তাই করণীয় মোটের উপর কথা হ'চ্চে এই, শরীরের আহার মনের উপর যত আধিপত্য করে, মনের আহার অর্থাৎ চিন্তা তার লক্ষগুণ অধিক কার্য্য করে সুতরাং মনের খোরাকের দিকে বেশী নজর দাও—পবিত্র চিন্তায় মনকে ফেলে রাখ হাজার মাছ মাংস খেলেও কিছু হবে না

(৫) দিবানিদ্রা পরিত্যজ্য অধিক নিদ্রাও দূষণীয়। শাস্ত্রে নিদ্রাকে তমোগুণ সমুদ্ভুত বলেছে বাস্তবিক অধিক নিদ্রা আলস্য ছাড়া আর কি? ব্রহ্মচারীর পক্ষে আলস্য অত্যন্ত সাংঘাতিক বেশী রাত্রি জাগরণও ভাল নয় অধিক রাত্রি জাগরণে শরীর উষ্ণ হয় সুস্থাবস্থায় রাত্রি ১১ টার পর আর জাগরিত থাকা উচিত নয় এবং রাত্রি ১০ টার পূর্ব্বে নিদ্রা যাওয়া ভাল নয় সুস্থশরীরে ৬ ঘণ্টা কাল নিদ্রাই পর্য্যাপ্ত

রাত্রির শেষভাগে কখনও নিদ্রিত থাক্‌বে না ঐ সময় নিদ্রা গভীর হয় না, একটা তন্দ্রার ঘোর ও তজ্জন্য অবসাদ থাকে

মাত্র স্বপ্নস্খলন প্রধানতঃ এই সময়েই হ'য়ে থাকে। এই জন্যই শাস্ত্রকারগণ ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে শয্যাত্যাগ বিহিত ক'রেছেন।

শয়নের পূর্ব্বে কনুই পর্য্যন্ত হস্তদ্বয়, হাঁটু পর্য্যন্ত পদদ্বয় ও অণ্ডকোষ শীতল জলে প্রক্ষালন ক'রবে। শয়নের পূর্ব্বে খানিকটা শীতল জল পান ক'রবে

উন্মুক্ত ও বায়ুপ্রবাহযুক্ত গৃহে শয়নের বিধি

ব্রহ্মচারীর পক্ষে কঠিন শয্যা বিহিত বেশী নরম বিছানা ভাল নয়

বিছানায় একাকী শয়ন ক'রবে এবং বাম দিকে ফিরে শয়ন ক'রবে

কৌপীন ব্যবহারে ইন্দ্রিয়দমনের সহায়তা করে, কিন্তু শয়ন ক'রবার পূর্ব্বে কৌপীন ত্যাগ ক'রবে।

(৬) বিলাসিতা-ত্যাগ—ব্রহ্মচারীকে বিলাসিতা ত্যাগ ক'রতে হবে সাবান, গন্ধদ্রব্য, সূক্ষ্মবস্ত্র বা মূল্যবান্ পরিচ্ছদ ব্যবহার ক'রলেই মনে কুভাব আসবে এমন কোন কথা নেই তবে তোমাদের এখন সকল বিষয়েই সংযম অভ্যাস ক'রতে হবে। নিজের ছোট ছোট ভোগ বিলাসের বাসনা ব খেয়াল সংযত ক'রতে অভ্যাস ক'রলে নিজের মনের উপর একটা আধিপত্য আসবে। নতুবা প্রতিপদে ছোট ছোট খুঁটিনাটিতে গা ভাসিয়ে দিলে শেষে বাসনার দাসত্ব ক'রতে ক'রতে একেবারে দাস হ'য়ে প'ড়বে। তোমরা প্রভু হবে-- দাস হবে কেন? তোমাদের জন্মভূমি তোমাদের কাছে কিছু আশা করে, সে আশা পূর্ণ ক'র-

বার জন্য তোমাদিগকে ত্যাগের ব্রতে দীক্ষিত হ'তে হবে নিজের সুখস্বাচ্ছন্দ্যকে দেশের গরীব কাঙ্গালদের জন্য বিসর্জ্জন দিতে হবে ননীর পুতুল হ'য়ে, বিলাসের মধ্যে লালিত হ'য়ে আর সুখশয্যায় শুয়ে কোনও জাত মানুষ হ'তে পারে নি আর কোনও দেশ বড়লোক হ'তে পারে নি আজ দেশীয় শিল্পের পুনরুত্থানের প্রারম্ভে নিত্যব্যবহার্য্য দ্রব্যগুলি উৎপাদনের জন্য বেশী কল কারখানা প্রতিষ্ঠিত হ'ল না, হ'ল কি না—স্বদেশী সাবান ও এসেন্সের জয় এটা শুভচিহ্ন ব'লে মনে হয় না সাবান, এসেন্স বেশী না চ'লে যদি আজ সমস্ত দেশবাসী "দেশের দেওয়া মোটা কাপড়ে" লজ্জা নিবারণ ক'রত, তবে বড় আনন্দের বিষয় হ'ত। যখন দেশের কঠোর দারিদ্র্য, দুর্ভিক্ষের তপ্তনিঃশ্বাসের মধ্য দিয়ে এবং অর্দ্ধাশনক্লিষ্ট কোটী কোটী হতভাগ্যগণের শীর্ণ কঙ্কালছায়ার মধ্যদিয়ে ফুটে বেরুচ্চে, তখন দেশের আশাস্থল ছাত্রগণ বিলাসব্যসনে আত্মবিক্রয় ক'রে দেশীয় শিল্পের উৎসাহ দিবার অভিনয় ক'রবে—ইহা অত্যন্ত মর্ম্মভেদী।

ব্রহ্মচারীর নিষিদ্ধ কার্য্যগুলির একরকম মোটামুটি আলোচনা হ'য়েছে, এখন বিধেয় কার্য্যগুলির সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করা যাক।

(১) ব্যায়াম—ব্রহ্মচর্য্য সম্বন্ধে হাজার প্রবন্ধ-রচনা ও বক্তৃতা-প্রদান হ'ক না কেন, যতদিন না দেশে একটা কর্ম্মস্রোত আস্ছে ততদিন দেশে ব্রহ্মচর্য্য প্রতিষ্ঠিত হবে না। হ'তে পারে—দু-চারজন পবিত্র লোক আদর্শ জীবন কাটালেন, কিন্তু সমাজের সাধারণের মধ্যে পবিত্রতার আলোকশিখা জ্বল্‌বে না।

মহামতি রস্কিন তাঁহার "যুদ্ধ" শীর্ষক বক্তৃতায় এতৎস্থলে বলিয়াছেন

"Peace and sensuality, peace and selfishness, peace and death." কর্ম্মহীনতা ও ইন্দ্রিয়পরায়ণতা, কর্ম্মহীনতা ও স্বার্থপরতা, কর্ম্মহীনতা ও মৃত্যু—একই কথা পাশ্চাত্য মনীষীর এই মহাবাক্য অক্ষরে অক্ষরে সত্য সাধারণতঃ তীব্র রজোভাবের বিকাশ না থাক্‌লে কোনও ব্যক্তি বা জাতি পবিত্র থাক্‌তে পারে না কতকগুলি ধর্ম্মমত ও শাস্ত্রীয় উপদেশ—তাহা যতই মহৎ ও উদার হ'ক না কেন—ও কতকগুলি নিয়মের কঠোর শাসন তাহা যতই সুদৃঢ় ও সুপ্রতিষ্ঠিত হ'ক না কেন—কখনও মানুষ গঠন করে না তাই আমরা দেখ্‌তে পাই, যেখানেই একটা কর্ম্মহীন ধর্ম্মমত প্রচারিত হ'য়েছে সেখানেই ভিক্ষুকদের মধ্যে ব্যভিচারস্রোতঃ তরতর বেগে চ'লেছে তাই ছাত্রদের নৈতিক চরিত্রের উন্নতি ক'র্‌তে হ'লে সর্ব্বদা তাদের কাজে লাগিয়ে রাখার বন্দোবস্ত ক'র্‌তে হবে

যাতে শরীর চালন হয় এরূপ নানাবিধ খেলার আয়োজন কর নির্দ্দোষ আমোদ-প্রমোদের বহুল আমদানী কর একটা আমোদ পেলে তারা কখনও ইন্দ্রিয় সুখের ক্ষণিক অনুভূতির জন্য লালায়িত হবে না সেকালের ব্রহ্মচর্য্য বিদ্যালয়গুলির কথা ভাব মনে কর, আজ যদি আমরা দেশের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক, গণিতবিদ্ ও সাহিত্যিকগণের সাহচর্য্যে সর্ব্বদা থাকতে পাই -তাঁরা সত্যনিষ্ঠ, পরহিতব্রত, পবিত্রাত্মা, সংসারী অথচ সংসারে অনাসক্ত বা ত্যাগী সন্ন্যাসী,

ছাত্রগণের প্রতি অকৃত্রিম স্নেহপরায়ণ পল্লীপ্রান্তে শ্যামায়মান বনবাজির শান্তিক্রোড়ে আড়ম্বরহীন কুটীর আমাদের বিদ্যালয় ভাব দেখি, সেই আদর্শ বিদ্যালয়ে সেই আদর্শ শিক্ষকের শিক্ষানুকূল্যে কে না মানুষ হবে? আজ সে শিক্ষা পরিবর্ত্তিত হ'য়েছে প্রাচীনের সেই মধুর স্মৃতির দিকে চেয়ে আক্ষেপ ক'রে ফল নেই এখন এই নূতন যুগে নূতন শিক্ষার কিরূপ সংস্কার ক'র্‌লে আবার মানুষের মত মানুষ জন্মাবে তার ব্যবস্থা ক'র্‌তে হবে

শরীরের উন্নতিবিধানের দিকে বেশী ঝোঁক দাও যাতে শরীর লোহার মত শক্ত হয় তাই কর স্বামী বিবেকানন্দ তাঁর বক্তৃতার একস্থলে ছাত্রদের লক্ষ্য ক'রে ব'লেছিলেন "Heaven will be nearer to you through football than through Gita," যতক্ষণ গীতা প'ড়বে ততক্ষণ ফুটবল খেলা কর—স্বর্গের অধিকতর নিকটবর্ত্তী হবে। একথার তাৎপর্য্য এই, চুপ ক'রে জড়ের মত ব'সে ব'সে গীতা আওড়ালে কি হবে? আরও তমোভাবে আচ্ছন্ন হ'য়ে কামের দাস হ'য়ে যাবে তার চেয়ে খানিক ক্ষণ ছুটোছুটি কর—গায়ের ঘাম বেরিয়ে যাক, জড়তা ছুটে যাক—কামের বাবাও কাছে ঘেঁসবে না গায়ে জোর থাকলে মনের জোরও কতকটা বাড়ে রোগা অকর্ম্মণ্যগুলোর মধ্যে পশুভাব অধিক দেখা যায় তাই স্বামী বল্‌তেন—"বালকগণ, তোমাদের হাতের গুলি (muscle) শক্ত হ'লে তোমরা শ্রীকৃষ্ণের মহিমা ও উপদেশ আরও ভালরূপে বুঝ্‌বে

পারবে।" অতএব শরীর যাতে দৃঢ় ও শ্রমসহিষ্ণু হয় তার উপায় কর অধঃপতিত জাতটা এমনই অবনত হ'য়ে প'ড়েছে যে শরীরটা সুস্থ রা'খবে—সেদিকেও লক্ষ্য নেই

ফুটবল, ক্রিকেট, টেনিস এই সব খেলার দিকে তোমরা বেশী ঝুঁকেছ এই সব খেলার প্রচলন নিন্দনীয় ব'লছি না—চুপ ক'রে অলসের মত ব'সে থাকার চেয়ে বা তাস, দাবা, কেরম, পিংপং প্রভৃতি খেলার চেয়ে ও গুলি হাজার গুণে ভাল কিন্তু লোহার মত শক্ত শরীর ক'র্‌তে হ'লে "জিম্‌নাষ্টিক" দরকার ফুটবল প্রভৃতি খেলা রাখ, কিন্তু জিম্‌নষ্টিকের দিকে বেশী লক্ষ্য দাও পাড়াতে একটি "জিম্‌নষ্টিক ক্লব" খোল। তাতে এই যন্ত্রগুলি থা'ক্‌লেই যথেষ্ট একজোড়া Parallel bar, একটা Horizontal bar, একজোড়া রিং, মুগুর, ডাম্বেল্, বারবেল্, কুস্তির জন্য একটা চালা, একগাছা কাছি দড়ি—দড়ি টেনে দু'জনের বা দু'দলের শক্তিপরীক্ষা করা হবে খেলার শেষে ড্রিলের বন্দোবস্ত ক'র্‌তে হবে—তাতে শৃঙ্খলা শেখা যায়। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে একটি ক্লাব প্রতিষ্ঠিত ক'র্‌তে ব্যয় খুব অল্পই হয়, অথচ অনেক ছেলে ব্যায়ামচর্চ্চা ক'র্‌তে পারে যদি তাও ব্যয়সাধ্য ব'লে মনে হয়, পল্লীগ্রামে বাঁশ বা যে কোনও শক্ত গাছের ডাল কেটে উত্তম Parallel bar তৈরী ক'রে নেওয়া যেতে পারে। কুস্তির জন্য খরচ ত নেই, আর একটা গাছের ডালে দুজোড়া মুগুর অক্লেশে নির্ম্মাণ ক'রে নেওয়া যায়। মাটীতে "ডন" দেওয়া, "উঠা বসা" করা—এসবের

জন্য অর্থ ও লোকের অপেক্ষা রাখ্‌তে হয় না। বাড়ীতে অনেক যন্ত্র থাক্‌লেও নিয়মিতরূপে প্রত্যহ ব্যায়াম ক'র্‌তে পার্‌বে না। আজ শরীরটা অসুস্থ বোধ হ'চ্চে, কাল বেড়াতে গিয়ে দেরী হ'য়ে গেল, এই রকম হাজারটা ওজর আস্‌বে। তা ছাড়া ব্যায়াম জিনিষটা অত্যন্ত নীরস বলেও মনে হবে। এর জন্যই ক্লব দরকার। ক্লবে একদিন না গেলে পরদিন লজ্জা আসবে। সকলে একসঙ্গে ব্যায়ামচর্চ্চাতে আনন্দ হয়। অন্য দশজনকে দেখে নিজের শরীরের উন্নতি ক'র্‌তে ইচ্ছা হয়। ঔষধ গলাধঃকরণের মত হ'লে ব্যায়ামে কোনও উপকার হয় না। ব্যায়মটাকে স্ফূর্ত্তিদায়ক ক'র্‌তে হবে। ক্লবের জমির চারিপার্শ্ব বেড়াদিয়ে ঘেরা মজুরদ্বারা করবার দরকার কি? ছুটির দিনে নিজেরা স্বহস্তে বেড়া বাঁধ্‌বে। তাতে ব্যয়-সংক্ষেপ ও আত্মনির্ভরতা শিক্ষা হবে, তা ছাড়া বেশ আনন্দের একটা কাজ পাবে। প্রতি বৎসর ক্লবের বার্ষিক উৎসব করা চাই। সংবৎসরে তোমরা যে যে খেলায় কৃতিত্ব লাভ ক'রেছ তাহা সাধারণকে জানাও। পদক, ব্যায়ামসম্বন্ধীয় পুস্তক, ডাম্বেল, মুগুর প্রভৃতি পুরস্কার প্রদান দ্বারা কৃতী যুবকদিগকে সম্মানিত কর। প্রতিযোগিতা চলুক। না হ'লে উন্নতির ইচ্ছা হয় না। তা ছাড়া সার্কাসের সামান্য সামান্য খেলাগুলি শিখ্‌তে থাক। তোমাদেরও ভাল লাগ্‌বে, আর বার্ষিক উৎসবের দিনে তাহাদ্বারা দর্শকবৃন্দের মনোরঞ্জন ক'র্‌তে পার্‌বে। কিন্তু সাবধান যেন শেষে শারীরিক শক্তি অর্জ্জনের দিকে ঝোঁকটা ক'মে সার্কাসের খেলা দেখাবার দিকেই না চলে যায়।

জিম্‌নষ্টিক ক্লাবের উপর সাধারণের আস্থা নেই তার ক বং বাঙ্গালী শরীরটাকে অত্যন্ত অগ্রাহ্য করে তাই অম্ল, অজীর্ণ, বাত, এই সব নানারোগ স্কুলের ছেলেদের শরীরের দিকে চাইলে কান্না আসে, তার কারণ ব্যায়াম চর্চ্চার অভাব এই অবস্থাটা বদলে দিতে হবে ব্যায়ামের দিকে যত বোঁক আসবে, পবিত্রতা তত ফুটে উঠবে ছেলেরা যখন শারীরিক শক্তি অর্জ্জনের জন্য চেষ্টা ক'রবে, তখন তার মনে উদয় হবে যে বীর্য্য নষ্ট ক'রলেই শারীরিক শক্তির হ্রাস হবে কাজেই সে কিছুতেই এই আত্মহত্যারূপ মহাপাতকে লিপ্ত হবে না আর যদি সে পূর্ব্ব হ'তেই হস্তমৈথুন প্রভৃতিতে অভ্যস্ত হ'যে থাকে, তা হ'লে শরীরের উন্নতির জন্য সেই কু অভ্যাস ত্যাগ ক'রতে চেষ্টিত হবে ব্যায়ামে শরীরের ঘর্ম্ম নির্গত হ'যে গেলে আর মন ব্যায়ামের আনুসঙ্গিক পরিশ্রম ও আনন্দজনক আয়োজনে ব্যস্ত থাক্‌লে কু ভাব আসবার অবসর পাবে না

জিম্‌নেষ্টিক ছাড়া আমোদজনক অথচ শরীরের শক্তিবর্দ্ধক বহু-বিধ খেলার উল্লেখ করা যেতে পারে ঃ—

বক্সিং বা ঘুসির প্রতিদ্বন্দ্বিতা একখানি বক্সিং সম্বন্ধীয় বই আর দুই জোড়া রবারের দস্তানা যদি কখনও দুর্য্যোগে প'ড়েছ তখন মুষ্টিযোগই একমাত্র ব্যবস্থা

সন্তরণ একটী শ্রেষ্ঠ ব্যায়াম কলিকাতা সহরের অনেক ছেলে বাড়ীতে কলের জলে ও চৌবাচ্চার জলে স্নান করে, সুতরাং সাঁতার জানে না যদি সামান্য খালেও কখনও নৌকা ডুবে যায়

তাহারা প্রাণ হারায় ইংরাজের সন্তরণ শিক্ষার জন্য কত অর্থ ব্যয় করেন যেখানে জলাশয় নিকটে নেই সেখানে কৃত্রিম বাঁধান পুষ্করিণী নির্ম্মাণ করেন নিমজ্জমান ব্যক্তিকে রক্ষা ক'রতে হ'লে সন্তরণপটুতা বিশেষ আবশ্যক এই সন্তরণকৌশল শেখাবার জন্য বিলাতে অনেক Swiming club আছে তাতে অজস্র অর্থ ব্যয়িত হয় উন্নতিশীল জাতিমাত্রেরই প্রতি কার্য্যে কত বন্দোবস্ত—শিক্ষার প্রতি খুঁটিনাটিগুলি সম্পূর্ণ কর্‌বার জন্য তাদের কত চেষ্টা পাড়াগাঁয়ের ছেলেদের ভেতর অনেকে খুব ভাল সাঁতার কাটতে পারে কিন্তু এরূপ ব্যক্তিগত শিক্ষায় সকলের শিক্ষার সম্যক্ উন্নতি হয় না তাই যথার্থ সন্তরণকুশল ব্যক্তি দু'চারজন ছাড়া পাওয়া যায় না এই জন্য Swiming club এর বিশেষ আবশ্যক যারা সাঁতার জানে না তাদের শেখাও প্রত্যেক ক্লবে একখানি ক'রে বোট ও কতকগুলি Life belt চাই সস্তায় সারতে হ'লে কলাগাছ কতকগুলি একত্র বেঁধে তার সাহায্যে ভাসা যেতে পারে সোলা অনেক একত্র বেঁধে ছোট বোটের কাজ চ'ল্‌তে পারে Water proof কাপড়ের ও রবারের থলি কলিকাতায় Whiteaway Laidlaw Co, দোকানে পাওয়া যায় এই গুলির সাহায্যে পাঁচ বৎসরের বালকও অক্লেশে নিরাপদে সন্তরণ শিখ্‌তে পারে। সন্তরণের নানাবিধ কৌশল শিক্ষা, স্থাহার প্রতিযোগিতা, বার্ষিক প্রদর্শনী, পুরস্কার বিতরণ প্রভৃতি একান্ত আবশ্যক অনেক সময় নিমজ্জমান ব্যক্তির প্রাণরক্ষা ক'র্‌তে

গিয়ে অনেক দয়ার্দ্র যুবক প্রাণ হারায়, কারণ প্রাণের দায়ে সে তাহার উদ্ধারকর্তাকে এরূপভাবে জড়িয়ে ধরে যে তাঁর আত্ম-সংরক্ষণের শক্তি থাকে না। এরূপ অবস্থায় তাকে ধ'রে যাতে নিরাপদে তীরে উত্তোলন করা যেতে পারে তার নানাবিধ কৌশল আছে। পাশ্চাত্য-সমাজ এই বিষয়ে অনেক চর্চ্চা ও উন্নতি ক'রেছে সুতরাং পাশ্চত্য প্রণালী আমাদের ছাঁচে ঢেলে আয়ত্ত ক'র্‌তে হবে। যদি উদ্ধারিত ব্যক্তির উদরে জল প্রবেশ ক'রে থাকে ও সে সংজ্ঞাশূন্য হ'য়ে থাকে তা হ'লে তাকে সুস্থ ক'র্‌বার জন্য যেরূপ চিকিৎসার প্রয়োজন তাহা শিখে রাখ্‌তে হবে।

জিম্‌নেষ্টিক ক্লবের যুবকদেরও একটু আধটু চিকিৎসা শেখা খুব দরকার। বার বা রিং থেকে প'ড়ে যদি কোনও বালক আহত হয় তখন তাকে সুস্থ ক'র্‌তে হ'লে যতটুকু চিকিৎসা-বিষয় শিক্ষার প্রয়োজন তা প্রত্যেককে শিখ্‌তে হবে। মনে কর, একটী বালক রিংএ দুলতে দুলতে হঠাৎ প'ড়ে গিয়ে সংজ্ঞা হারাল, তার মস্তকের একস্থান ফাটিয়া অবিরত রক্তস্রাব হ'তে লাগ্‌ল অথবা তার হাত, পা, বা কোমর ভেঙ্গে যাওয়ায় সে উত্থানশক্তি রহিত হ'ল। তখন তাকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যেতে কত সময় লাগ্‌বে। আহত হবার সঙ্গে সঙ্গেই যদি তা'র চিকিৎসা হ'ত তাহ'লে হয়ত অতি অল্পকালের মধ্যেই সে সুস্থ হ'তে পার্‌ত।

অনেক বালক আবার রিং থেকে পড়া ও আহত হওয়ার নাম

শুনে সম্ভবতঃ শিহরিয়া উঠ্‌বেন ও বল্‌বেন, আমার এরূপ জিম্‌নাষ্টিকে প্রয়োজন নেই। এরূপ ভাবা নিতান্ত কাপুরুষতা। বিং থেকে প'ড়ে আহত হওয়া দুর্ঘটনা মাত্র, নিত্যনৈমিত্তিক ও অবশ্যম্ভাবী ঘটনা নয়। আর যদিও তাই হ'য় তথাপি মনুষ্যত্ব অর্জ্জনের জন্য গায়ে একটু আধটু আঁচড়ের ভয়ে পশ্চাৎপদ হ'লে চলে না। আহার ও নিদ্রার মত খুব সহজেই সমস্ত কাজ সার্‌তে চাইলে মানুষ হওয়া যায় না। এরূপ কাপুরুষতা আমাদের দোষ নয়। আমরা বাল্যকাল হ'তেই এইরূপে শিক্ষিত। আমাদের মাতাপিতা ও অভিভাবকগণ আমাদিগকে ননীর পুতুল ক'রে গড়েছেন। একটু রৌদ্র, বৃষ্টি, শীত আমরা সহ্য ক'র্‌তে পারি না। আমরা প্রকৃতির দাসানুদাস। আর আমাদের দেশের চাষারা, যাদের চাষা ব'লে আমরা হেয় মনে করি—তাদের দেখ, তারা শীত গ্রীষ্ম মানে না, তাদের সুদৃঢ় বাহুযুগল, বিশাল বক্ষঃ আর সেই বুকের মধ্যে সরলতার মাধুরীমাখা পবিত্র প্রাণ—তারাই প্রকৃত মানুষ। কেবল তাদের পুস্তকের শিক্ষার অভাব, আর সেটা আমাদেরই স্বার্থপরতা। প্রকৃতি বক্ষে যারা লালিত, শারীরিক পরিশ্রমে যারা অভ্যস্ত, তারা অপবিত্রতার দাস হ'তে পারে না—তার সাক্ষী দেশের চাষারা। দেশের অশিক্ষিত সম্প্রদায়—যারা শারীরিক পরিশ্রমে মাথার ঘাম পায়ে ফেলে জীবিকা অর্জ্জন করে—তাদের নৈতিক চরিত্র আমাদের শিক্ষিত সম্প্রদায় হ'তে অনেক উন্নত। তারা পরস্ত্রীর প্রতি কুদৃষ্টি ক'রতে জানে না—তাদের মেহ-প্রমেহের রোগ হয় না। আবাল্য

পল্লীগ্রামের অশিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে যারা আলস্যে সময় অতিপাত করে অর্থাৎ যাদের খেটে খেতে হয় না, তার অধিকাংশই পরনিন্দুক ও দুর্নীতিপরায়ণ চাষাদের মত অসংখ্য শ্রমসহিষ্ণু ও বলিষ্ঠ না হ'তে পারি আমরা শরীরটাকে সুস্থ ও কর্ম্মক্ষম রাখ্‌তে পারি সকল স্বাধীন জাতীর মধ্যে যাতে ছেলেরা শারীরিক, মানসিক ও নৈতিক এই ত্রিবিধ বিষয়েই সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতিলাভ ক'র্‌তে পারে তদুপযুক্ত শিক্ষার ব্যবস্থা আছে কিন্তু এ হতভাগ্য দেশে তা নেই আমাদের দেশে ছেলেদের বাপ মা তাদের শৈশব হ'তেই আলস্যে বিলাসে "বাবু" ক'রে রাখেন, তাদের শান্ত শিষ্ট ক'রতে কত প্রয়াস করেন যাতে তার এক একটি জড়পুত্তলিকা ছাড়া আর কিছু না হ'তে পারে শৈশব হ'তেই তাদিকে উপদেবতার ভয় দেখিয়ে ভীরু কাপুরুষ করে গ'ড়ে তোলা হয় বারো চৌদ্দ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত ছেলেরা "খোকা" নামে আদৃত ট্রেনে, জাহাজে, ট্রামে কি অল্প দূরদেশে "খোকা" দিগকে বাপমারা একা কী যেতে দেন না আর জাপানী মা তাঁর শিশুসন্তানকে কি প্রণালীতে শিক্ষিত করেন, তার একটা নমুনা দেখ তিনি ছেলেকে নির্ভীক ক'রে তোল্‌বার জন্য ঘোর অন্ধকার রাত্রে বিজন শ্মশানে একাকী পাঠিয়ে দেন, যদি সে না যায় তার শাস্তিস্বরূপ তাকে গৃহ হ'তে বহিস্কৃত ক'রে দেন আর অন্য বালকদের কাছে সে কাপুরুষ ব'লে গাল্‌ খেয়ে থাকে। ইউরোপের প্রাচীন ইতিহাসের সর্ব্বোজ্জ্বল পৃষ্ঠা জুড়ে আছে যে স্পার্টান জাতি—তাদের মেয়েরা

কি ক'র্‌ত জান? ছেলে মেয়ে কৃশ, অঙ্গহীন বা বিকলাঙ্গ হ'লে সেটাকে পাহাড়ের উপর ফেলে দিত কারণ জাতির দুর্ব্বলতা বর্দ্ধন ব্যতীত তাদের দ্বারা দেশের আর কি কাজ হ'বে? বাঙ্গালী রমণীকে স্পার্টান রমণীর মত নির্ম্মম হ'তে বলি না, তবে এইটুকু বলি ছেলেকে মোমের পুতুল ক'রে গ'ড়ে তাঁরা দেশের যে সর্ব্বনাশ ক'র্‌ছেন, কতকগুলো মেরুদণ্ডবিহীন রোগা অকর্ম্মণ্য ছেলে তৈরী ক'র্‌ছেন, তা' না ক'রে তাদিগকে মানুষের মত গ'ড়ে তুলুন আমি বেশ জানি, এখনকার বাপমায়েরা হঠাৎ পরিবর্ত্তিত হবেন না—কাজেই দেশের আশা ভরসার স্থল বালকগণ, তোমরা মাতাপিতাকে দেবতার মত ভক্তি কর, কিন্তু মানুষ হবার জন্য গোপনে অবাধ্য হও

আর একটী উৎকৃষ্ট ব্যায়াম দাঁড়টানা পূর্ব্ববঙ্গের ছেলেরা এবিষয়ে অভ্যস্ত। এক বাড়ী হ'তে অন্যবাড়ী যেতে হ'লে তাদিগকে নৌকার সাহায্য নিতে হয়। তাই ছোট ছোট ছেলেরাও দাঁড় বাহিতে পারে কলিকাতার নিকটস্থ নদীতীরবর্ত্তী পল্লীসমূহে কতকগুলি Rowing club আছে কিন্তু সেগুলির সংখ্যা এত সামান্য আর সাধারণের উৎসাহ এত অল্প যে তার একটা আলোচনাও শুনা যায় না কলিকাতায় ফুটবলের ঋতুতে ট্রামগাড়ীতে, অফিসে, স্কুলে, কলেজে, আয়তনে (squares) সর্ব্বত্রই যেমন ফুটবল খেলার কথা, এরূপ কোনও খেলায় বাঙ্গালীকে মাত্‌তে দেখা যায় না সাঁতার, দাঁড়টানা, এগুলি ব্যবহার-ক্ষেত্রে ফুটবল অপেক্ষা কত শতগুণে কার্য্যকর তার ইয়ত্তা নেই,

অথচ এ সব বিষয়ে আমরা একেবারে নিশ্চেষ্ট। অতএব Swiming club এর সঙ্গে সঙ্গে Rowing club এর প্রতিষ্ঠা কর পল্লীগ্রামে অত্যন্ত সুবিধ সহরে কিছু ব্যয়সাধ্য কিন্তু আজকাল পাড়ায় পাড়ায় অবৈতনিক নাট্য সমাজসমূহে যত অর্থ ব্যয়িত হয় তদনুরূপ ব্যয়ে কি একটা Rowing club চ'লতে পারে না ? অর্থাৎ কিনা আমরা গান বাজনায় মাত্‌তে পারি, কিন্তু যাতে একটু মানুষের মত খাট্‌তে হবে, আর যাতে মানুষের মত শরীর করে, তাতে যেতে চাই না প্রতি বৎসর ভিন্ন ভিন্ন ক্লবের মধ্যে বাচখেলার প্রতিযোগিতা দেখান হ'ক বিজয়ী ক্লবকে পদক প্রভৃতি দ্বারা সম্মানিত করা হ'ক স্কুল ও কলেজের অবকাশ থাকৃলে বন্ধুবর্গ মিলে নৌকা ক'রে কোনও দূর স্থানে চল্‌লে সেখানে নদীতীরে নিজেরা আয়োজন ক'রে প্রীতিভোজ সম্পন্ন ক'র্‌লে দাঁড় বাইতে বাইতে, ধর্ম্মসঙ্গীত ও স্বদেশসঙ্গীত গাইতে গাইতে নদীবক্ষে ভ্রমণে কত আনন্দ। এইরূপ সাত্ত্বিক নির্দোষ আমোদ-প্রমোদে চিত্ত প্রফুল্ল ও পবিত্র থাকে

দৌড়ান অভ্যাস করা, High jump, Long jump, কপাটী বা ছিছিখেলা (হাডুডু) প্রভৃতি খেলাগুলিও খুব ভাল

মধ্যে মাধ্যে বিদ্যালয়ের অবকাশ সময়ে দল বেঁধে ১৫ ২০ মাইল তালে তালে হেঁটে যাও খুব ভোরে ঘর থেকে বেরবার সময় তরকারী ও কিছু মিষ্টান্ন সঙ্গে নিলে, সেখানে স্নান আহার শেষ ক'রে বিশ্রাম ক'রে পুনরায় হেঁটে ঘরে ফিরে এলে

যেখানে দূরে পাহাড় থাকে সেখানে এরূপ ভ্রমণে আরও সুবিধ ও আনন্দ অন্যান্য দেশে কলেজের অধ্যাপকরা ছাত্রদের সঙ্গে নিয়ে এইরূপ আনন্দ-অভিযান ক'রে থাকেন তাতে স্বাভাবিক দৃশ্যের সৌন্দর্য্য উপলব্ধির সঙ্গে সঙ্গে উদ্ভিদ্‌তত্ত্ব, কৃষিতত্ত্ব, জরিপকার্য্য প্রভৃতি অনেক বিষয় শিক্ষা হয় কিন্তু এ হতভাগ্য দেশের সর্ব্বত্রেই জড়তা। যদি শুয়ে কাজ চলে ত কেহ ব'সতে চায় না, যদি ব'সে চলে ত কেহ দাঁড়াতে চায় না কলিকাতার স্কুলের ছেলেদের কাছাকাছি অনেক দ্রষ্টব্য স্থান আছে, কিন্তু অধিকাংশ স্কুলের ছাত্র স্কুলে যাবার পথটী ব্যতীত আর পাঠ্যপুস্তক ও উপন্যাস নাটক ব্যতীত দুনিয়ার মধ্যে আর কিছুরই খবর রাখে না এই শ্রমবিমুখতার জন্যই এত ইন্দ্রিয় পরায়ণতা। এইটী দূর কর, ব্রহ্মচর্য্য আপনা হ'তেই আস্‌বে।

যাদের সুবিধা আছে তারা অশ্বারোহণে দক্ষ হবার চেষ্টা ক'রবে অশ্বারোহণের মত উৎকৃষ্ট ব্যায়াম খুব কম আছে সাইকেল পরিচালনে পারদর্শিতা লাভ প্রত্যেক বালকের একটী আবশ্যকীয় গুণ হওয় উচিত জাপানের প্রত্যেক বালকই Cycle চড়্‌তে খুব দক্ষ

তোমাদের বাড়ীর সংলগ্ন যে স্থানটুকু ঘাস জঙ্গলে আবৃত হ'য়ে পড়ে আছে ঐটুকুতে একটু খেটে স্বর্গ গ'ড়তে পার। স্কুল থেকে বাড়ী এসে কিছু খাও, তারপর কোদালি দিয়ে স্থানট বেশ ক'রে কুপিয়ে ফেল বেল, গোলাপ, জুঁই, মল্লিকা, চামেলী, গন্ধরাজ, সেফালিকা, টগর, মালতী, রজনীগন্ধা প্রভৃতি

ফুলের গাছ রোপণ কর হাতের গুল শক্ত হবে, শরীর ভাল হবে, আবার যখন ফুলগুলি ফুটে বাগানটী আলো ক'রে থাকবে তখন মনে কত আনন্দ পাবে এই সব আনন্দে মন দেবভাবে ডুবে থাকে যদি পল্লীগ্রামে তোমার বাড়ী হয়, তা' হ'লে ত কথাই নেই খুব খানিকটা যায়গা বেড়া দিয়ে ঘিরে নাও বেড়ার চারি পাশে সারি সারি সুপারি-গাছ বসিয়ে দাও। জামরুল, আম, জাম, পিয়ারা, নারিকেল, পেঁপে, কলা প্রভৃতি ফলের গাছ বসাও লাউ, কুমড়া, সিম, বেগুন, আলু, কপি প্রভৃতি তরকারীর গাছ রোপণ কর সেগুলিতে জল সেচন কর যত্ন কর এইরূপ কত শত আনন্দের উল্লেখ করা যেতে পারে মোট কথ, যা'তে শরীর চালনা ক'রতে হয় ও সর্ব্বদা ব্যস্ত থাকতে হয় এইরূপ অনুষ্ঠানে তোমাদের ছাত্রজীবনকে ব্যাপৃত রাখ আলস্য এলেই সর্ব্বনাশ। আজ কেরমবোর্ড প্রত্যেক বাড়ী অধিকার ক'রেছে, কিন্তু হকিখেলার খুব অল্প বাঙ্গালীর "টিম" আছে সর্ব্বনাশের সূচনা কোথায় বুঝে দেখ

স্কুলে টিফিনের ঘণ্টাটা যেন তোমাদের কাটে না তাই শত খোসগল্প আর যত অশ্লীল আলোচনা ঐ সময়টুকু কত আনন্দে ও কত উপকারে কাটান যেতে পারে শীতকালে ঐ সময়ে কপাটি, ডাঙ্গগুলি বা ডাণ্ডাগুলি, দৌড়ান, লাফালাফি চলতে পারে অন্য সময়ে পরস্পরের শক্তি পরীক্ষা চ'লতে পারে— পাঞ্জালড়া, ঠেলাঠেলি, ঘুসোঘুসি (Boxing) প্রভৃতি কিংবা

সুরুচিসম্মত সঙ্গীত, কোনও ভাল কবিতার আবৃত্তি বা সৎ-প্রসঙ্গ।

প্রত্যূষে শয্যাত্যাগ ব্রহ্মচারীর পক্ষে অতি প্রত্যূষে শয্যাত্যাগ বিহিত রাত্রির শেষভাগে কখনও নিদ্রিত থাকা উচিত নয় প্রধানতঃ ঐ সময়েই স্বপ্নদোষ হ'য়ে থাকে বিশেষতঃ প্রাতরুত্থানের অভ্যাস স্বাস্থ্যের অত্যন্ত অনুকূল, ইহা চিকিৎসকমাত্রেই স্বীকার ক'রে থাকেন। রাত্রি ১০ টার সময় শয়ন ক'র্‌লে রাত্রি ৪ টার সময় উঠা উচিত এবং রাত্রি ১১ টার সময় শয়ন ক'র্‌লে রাত্রি ৫ টার সময় উঠা উচিত রাত্রি ৫ টার পর কখনও শয্যাগত থাক্‌বে না।

(২) বিদ্যালয়গত পাঠাভ্যাস অধ্যয়নশীলতা ব্রহ্মচর্য্যের পথে কিছু সহায়তা করে মন পাঠে যতক্ষণ ব্যাপৃত থাক্‌বে, অন্ততঃ ততক্ষণ কুভাব আস্‌বার অবসর হবে না সার আইজাক নিউটন অবিবাহিত ছিলেন বৈজ্ঞানিক গবেষণায় তিনি সর্ব্বদা তন্ময় হ'য়ে থাকতেন ব'লে তাঁর মনে কাম আসতে পারত না। আমাদের আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্রও এই সত্যের দৃষ্টান্তস্থল

(৩) যথাসাধ্য পরোপকার—শারীরিক উন্নতি ও চিত্ত-বিনোদন ব্যতীত মন পবিত্র রাখার আর একটী উৎকৃষ্ট উপায় আছে—তা পরোপকার আজকাল ছাত্রদের মধ্যে যে পরোপকারস্পৃহা জেগেছে তাতে দেশের নৈতিক অবস্থার অনেক পরিবর্ত্তন হয়েছে দরিদ্র ছাত্রদের শিক্ষার জন্য, বিধবা অনাথার অন্ন-সংস্থানের জন্য দ্বারে দ্বারে মুষ্টিভিক্ষা ক'রে দেশের

ছাত্রবৃন্দ শুধু যে দেশবাসীর আশীর্ব্বাদ ও প্রশংসার পাত্র হ'য়েছেন তা নয় তাঁদের চিত্ত পরহিত কামনায় আরও পবিত্র হ'য়ে উঠছে প্রত্যেক পল্লীতে সেবাসমিতি প্রতিষ্ঠিত কর সমিতির কার্য্য—প্রতি রবিবারে প্রাতে মুষ্টিভিক্ষ ও অর্থসংগ্রহ। এই সংগৃহীত অর্থে দরিদ্রদিগকে অন্ন, বস্ত্র ও শিক্ষা দান করা হবে গ্রামে কোনও কুটীরে অগ্নিসংযোগ হ'লে তৎক্ষণাৎ গ্রামের ছাত্রগণ ছুটিয়া গিয়া অগ্নি নির্ব্বাপিত কর্‌বে ওলাউঠ, বসন্ত বা অন্য কঠিন ব্যাধি হ'লে দরিদ্রদিগকে ঔষধপথ্য দান করবে ও পালা-ক্রমে রাত্রিজাগরণ ক'রে রোগীর সেবা ক'রবে। যেখানে অর্থ ও লোকের অভাবে দরিদ্র মৃতব্যক্তির অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া নিষ্পন্ন হ'চ্ছে না, তখনই এই যুবক-সম্প্রদায় সেই কার্য্য সম্পন্ন করবার জন্য অগ্রসর হবে গ্রামে একটী নৈশবিদ্যালয় স্থাপিত কর তোমরা পালা ক'রে প্রত্যেক সপ্তাহে দুইদিন খানিকটা সময় ঐ বিদ্যালয়ে অধ্যাপনা কার্য্যে ব্যয় কর। নৈশবিদ্যালয়ে নিম্নশ্রেণীর অশিক্ষিত বালকগণকে প্রাথমিক শিক্ষা দেওয়া হবে পল্লীতে একটী পুস্তকাগার করা চাই লণ্ডন-রহস্য, মডেলভগিনী ইত্যাকার কুরুচিপূর্ণ পুস্তক এই পুস্তকাগারে থাক্‌বেনা। বই বেশী থাকুক আর নাই থাকুক সংবাদপত্র রাখা চাই লাইব্রেরী গৃহে প্রতি সপ্তাহে শনিবার Debating club বা আলোচনা-সমিতির অধিবেশন হবে। ইহাতে প্রবন্ধ-পাঠ, বক্তৃতা প্রদান ও আলোচনা-প্রসঙ্গ হবে লাইব্রেরীতে কৃষি-সম্বন্ধীয় এক বা ততোধিক মাসিকপত্রিকা নেওয়া হবে উহা

হইতে কৃষির উন্নতিবিধায়ক বিজ্ঞানসম্মত প্রণালীগুলি আমাদের দ্বারা কৃষকদিগের ব্যয়ে সঙ্কুলান হ'লে গল্প ক'রে তাদিগকে জানাতে হবে। পূর্ব্বকথিত কার্য্যগুলি একজনের দ্বারা সাধিত হ'তে পারে না। সকলের মিলে মিশে কাজ ভাগ ক'রে নিতে হবে বিদ্যালয়ের পঠদ্দশায় এইরূপ সামান্য সামান্য দেশ-হিতকর কার্য্য তোমাদের দ্বারা হ'তে পারে তোমাদের মন পবিত্র রাখার এটা একটা প্রকৃষ্ট উপায়

তোমাদের অভিভাবকদের বিশ্বাস—ঐসব আনন্দদায়ক ও চিত্তের উৎকর্ষসাধক কার্য্যে আকৃষ্ট হ'লে তোমাদের বিদ্যাশিক্ষার ব্যাঘাত হবে এটা বড়ই ভুল ধারণা পাশ্চাত্য জাতিদের মধ্যে বর্ত্তমানে যেরূপ শিক্ষার বিস্তার তাহার শতাংশের একাংশও তোমাদের মধ্যে নেই কিন্তু তারা এই প্রণালীতেই শিক্ষিত হ'য়ে থাকে আর যদি মানুষের মত শিক্ষা মানুষের মত শরীর, মানুষের মত মন অর্জ্জন কর্বার জন্য পরীক্ষায় ২০০ নম্বরের মধ্যে ১৯৯ এর পরিবর্ত্তে ১০০ পেতে হয় তা' বাঞ্ছনীয়। শরীর-পাত ক'রে মনুষ্যত্বে জলাঞ্জলি দিয়ে প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হওয়ার চেয়ে মানুষ হ'য়ে দ্বিতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হওয়া লক্ষগুণে শ্রেয়ঃ প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ ছাত্রসংখ্যার উপর কোনও জাতির উন্নতি অবনতি নির্ভর করে না—এরূপ শিক্ষা শিক্ষার মধ্যেই গণ্য নয়। স্বামী বিবেকানন্দ দেশের যুবকবৃন্দকে যেরূপ দেখতে চেয়েছিলেন তা উল্লেখযোগ্য তিনি বলেছিলেন —"What we want are muscles of iron and nerves

of steel" লোহার মত শক্ত মাংসপেশী ও ইস্পাতের মত স্নায়ু চাই। আর এক কথা, শরীরচর্চ্চার দিকে লক্ষ্য রাখ্‌লে ও খানিকটা সময় পরের জন্য খাট্‌লে লেখা পড়ার ব্যাঘাত হয় এ কথা বিশ্বাস করি না। ছেলের বাজে খোসগল্পে অনেক সময় কাটিয়ে থাকে। তা' ছাড়া দিবারাত্রে প'ড়ে প'ড়ে যারা "ব্যগ্র পৃষ্ঠ ও ম্লান দেহ" হয়ে যাচ্ছে, তাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিপ্লোমার সমাজের কোনও ভবিষ্যৎ উপকার হবে বলে বিশ্বাস করতে পারি না।

(৪) উপাসনা ও প্রার্থনা। শরীরচর্চ্চা আর পরহিতব্রত এ দুটীর সঙ্গে সঙ্গে ঈশ্বরের প্রতি যাতে ভক্তি হয় তাই কর। মনের মলিনতা মুছে ফেল্‌বার এমন উপায় আর কি আছে? ঈশ্বরকে ভালবাস্‌লে আর কি তুচ্ছ কামকাঞ্চনে মন আকৃষ্ট হয়? যে সন্দেশ খেয়েছে সে কি আর তীব্র তিক্ত খেতে পারে? তাঁর কাছে ব্যাকুল হয়ে চাও—"প্রভো, আমার মন পবিত্র কর, আমার মন থেকে কাম দূর ক'রে দিয়ে তুমি এসে বিরাজ কর।" তিনি শুন্‌বেনই। প্রার্থনায় মন পবিত্র হয়, এ আমরা সাধুমুখে ও শাস্ত্রে শুনেছি। মনে যখনই কাম আসবে তখনই ব্যাকুল হ'য়ে ডাক্‌বে, দেখ্‌বে মনে অদম্য তেজঃ এসেছে। গানে আছে—"যদি দেখ পথে ভয়েরি আকার, প্রাণপণে দিও দোহাই রাজার। সে পথে রাজার প্রবল প্রতাপ, শমন ডরে তাঁর শাসনে।" ব্যাকুল হ'য়ে একবার চাও, যাতে তাঁর দিকে মন হয়, দেখ্‌বে মন দিন দিন উন্নত হ'চ্ছে। ঈশ্বরের ধ্যানধারণা স্মরণ-মনন

নামগুণ-কীর্ত্তন শ্রবণ ইত্যাদিতে ডুবে থাক তার চিন্তা নেই ঈশ্বরের ভালবাসায় যে মুগ্ধ হ'য়েছে মেয়ে মানুষের রূপ তার কাছে তুচ্ছ তাই রঘুনাথ দাস গোস্বামী রূপবতী যুবতী স্ত্রী ও বারলক্ষ টাকা আয়ের জমিদারী ত্যাগ ক'রে পদব্রজে নীলাচলে ছুটে ছিলেন খৃষ্টান সাধু মিশ্র রামকৃষ্ণদেবের কাছে বল্‌ছেন—"যিশুকে দেখ্‌লাম, আহা কি রূপ! সে রূপের কাছে মেয়ে মানুষের রূপ তুচ্ছ"

তাঁর কাছে জোর কর—অভিমান কর "আমি তোমার ছেলে, আমার মনে কেন কুভাব আসবে? তবে তুমি কিসের রাজা? তোমার নাম ক'রে যদি মনের ময়লা না যায়, জগতে তোমার নামেরই যে কলঙ্ক রট্‌বে" আর এক আছে, রামকৃষ্ণ দেব বল্‌তেন—ডাকাতপড়া ভাব। "কি? আমার আবার কাম? আমি রাজরাজেশ্বরের ছেলে কখনই হবে না" এ ভাব এলে জয় হবে-ই হবে ভক্ত রামপ্রসাদ এইভাবে মত্ত হয়েই শমনকে তুচ্ছ করেছিলেন।

আর মা রূপে তাঁর উপাসনা চণ্ডীতে স্তব আছে "স্ত্রিয়াঃ সমস্তাঃ সকলা জগৎসু" জগতের যত নারী-মূর্ত্তি, সমস্তই জগজ্জননীর প্রতিকৃতি, এই ভাবটা যত জেগে উঠ্‌বে তত পবিত্রতায় হৃদয় ভরপূর হ'য়ে উঠবে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ বল্‌তেন—"মা তুই গৃহস্থের কুলবধূ আবার মেছোবাজারের খান্‌কি, আবার তুই মা আনন্দময়ী" ঠাকুর রামকৃষ্ণের এই মাতৃভাব উপলব্ধি ক'রে কবে আমরা ধন্য হব?

আর এক উপায়—নিজেকে আত্মা ভাবা। আমি আত্মা, নির্ব্বিকার আমি পুরুষ নহি, প্রকৃতি নহি—আমি এই দেহ, মাংস, মজ্জা, অস্থি নহি—আমি চিদানন্দ পুরুষ শিবস্বরূপ। কিন্তু এ ভাব সর্ব্বদা জাগরূক রাখা অতীব কঠিন সাধারণের পক্ষে জ্ঞানীর এই অত্যুচ্চ ভাব সহজসাধ্য নয় রাগদ্বেষ-লোভমোহ সর্ব্বদা উঁকি মারছে—লোকের নিন্দায় মন ক্ষুব্ধ আর প্রশংসায় উৎফুল্ল হ'যে উঠ্‌ছে, তখন মুখে জ্ঞানীর মত কথা বল্লে কি হবে? তাই ঠাকুর রামকৃষ্ণ সকলের চেযে সহজ যে মাতৃভাব—সেই ভাবে তাঁকে ডাক্‌তে বলেছেন

(৫) ধার্ম্মিক লোকের সঙ্গ—সাধুদের মধ্যে আমরা ঈশ্বরের ভাব জ্বলন্ত জীবন্ত দেখ্‌তে পাই তাঁদের ধর্ম্মবিশ্বাস, তাঁদের পবিত্রতা দেখে আমাদের আত্মবিশ্বাস আসে ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব বল্‌তেন—"ভক্তের হৃদয় ভগবানের বৈঠকখানা।" এই বৈঠকখানায় তিনি সর্ব্বদাই ব'সে থাকেন তাই সাধু-সঙ্গে মন পবিত্র হয় সর্ব্বদা এইরূপ ঈশ্বর-প্রেমিকের সঙ্গ পাওয়া দুর্লভ, তাই ধর্ম্মবন্ধুদের সঙ্গে বেড়াতে হয় যারা তোমারই মত পবিত্রতার জন্য ব্যাকুল, ভগবানের পাদপদ্মে যাতে মন হয় তাই চেষ্টা কর্‌চে, তাদের সঙ্গে বেড়ালে মনে শক্তি বাড়্‌বে। যদি আমি দেখি যে আমার চারিদিকে সকলেই পবিত্র, ত হ'লে আমিও পবিত্রতার দিকে ধাবিত না হ'য়ে থাক্‌তে পারি না। ধর্ম্মবন্ধুদের ভালবাসা নিঃস্বার্থ ও অকৃত্রিম। যদি কখনও তুমি অসৎপথে যাও তখনই তারা তোমাকে ফেরাবার জন্য চেষ্টা

করবে আর প্রার্থনা করবে তোমারও প্রাণে আঘাত লাগবে যে আমি এদের সঙ্গী হ'য়ে কি ক'রে অন্যায় কাজ করি? একাকী কারও সঙ্গে না মিশে পবিত্র জীবন যাপন করা বড়ই কঠিন দু' এক জনের পক্ষে সম্ভব সদ্বন্ধুগণের সহবাসে পবিত্রতারক্ষার সুবিধা।

পরস্পর সৎপ্রসঙ্গ ও ধর্ম্মবিষয়ে আলাপ করবে যার বাড়ীতে নির্জ্জন ঘর আছে সেখানে দু চারজন মিলে কোনও ধর্ম্ম পুস্তক পড়বে, ধর্ম্মসঙ্গীত গাইবে কখনও বা উন্মুক্ত প্রান্তরে বা নদীতীরে ব'সে ভগবৎ সঙ্গীত গান করবে

(৬) সদ্‌গ্রন্থ পাঠ—মনে পবিত্রভাব উদ্দীপিত করবার জন্যই সদ্‌গ্রন্থ পাঠ ধর্ম্মপুস্তক, সাধুগণের জীবনী ও উপদেশ প্রভৃতি পাঠে মন নির্ম্মল হয় তদ্ব্যতীত ইতিহাস, ভূগোল, ভ্রমণবৃত্তান্ত প্রভৃতি পাঠে মনের প্রবৃত্তি ও আকাঙ্ক্ষা উন্নতবিষয়ে প্রধাবিত হয় আর আলস্যের তন্দ্রাভিভূতি কেটে গিয়ে কর্ম্মের উন্মাদনায় মন পুলকিত হয়ে উঠে নিম্নে কতকগুলি পুস্তকের একটী ক্ষুদ্র তালিকা প্রস্তুত করিয়া দিলাম

ধর্ম্মপুস্তক—(১) শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত শ্রীম কথিত ১ম, ২য়, ৩য়, ৪র্থ ও ৫ম খণ্ড, (২) শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের জীবনী—৺রামচন্দ্র দত্ত, (৩) পাগল হরনাথের পত্রাবলী ১ম ও ২য় খণ্ড (৪) Gitanjali—Tagore (৫) শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ উপদেশ স্বামী ব্রহ্মানন্দ (৬) নৈবেদ্য—রবীন্দ্রনাথ (৭) বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর জীবনী ও উপদেশ—শ্রীবঙ্কুবিহারী কর, (৮) অমিয় নিমাই চরিত

—৺শিশিরকুমার ঘোষ, (৯) ভক্তিযোগ— শ্রীঅশ্বিনীকুমার দত্ত, (১০) ভারতে বিবেকানন্দ—উদ্বোধন অফিস, (১১) জ্ঞানযোগ ঐ, (১২) কর্ম্মযোগ ঐ, (১৩) ভক্তিযোগ ঐ (১৪) চিকাগো বক্তৃতা— ঐ, (১৫) মদীয় আচার্য্যদেব ঐ, (১৬) পওহারী বাবা – ঐ, (১৭) Christ the Messenger—ঐ, (১৮) Imitation of Christ. (১৯) Religion of the Veda—Bloomfield. (২০) গীতারহস্য –৺নীলকণ্ঠ মজুমদার, (২১) গীতায় ঈশ্বরবাদ হীরেন্দ্রনাথ, (২২) চণ্ডী—প্রসন্নকুমার, (২৩) রামায়ণ, (২৪) মহাভারত

জীবনী—(১) সাধু নাগমহাশয় শ্রীশরচ্চন্দ্র চক্রবর্ত্তী, (২) জীবনীসংগ্রহ শ্রীগণেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, (৩) তুকারাম – যোগেন্দ্রচন্দ্র, (৪) কুম্ভমেলা—শ্রীমনোরঞ্জন গুহ ঠাকুরতা, (৫) ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের জীবনী চণ্ডীচরণ, (৬) George Washington, (৭) Benjamine Franklin, (৮) Autobiography of Benjamine Franklin, (৯) From Log Cabin to White House, (১০) Mazzini, (১১) গ্যারিবল্ডি (১২) নিগ্রোজাতির কর্ম্মবীর—শ্রীবিনয়কুমার সরকার, (১৩) Master as I saw Him—Sister Nivedita, (১৪) Paramhansa Ramkrishna—P. C. Mazumdar, (১৫) নেপোলিয়ন বোনাপার্ট—দীনেন্দ্রকুমার, (১৬) গুরু গোবিন্দ সিংহ শ্রীবসন্তকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, (১৭) ফরাসী বীরাঙ্গনা— শ্রীনগেন্দ্রকুমার গুহ রায়, (১৮) The Real Mahatma

—Max Müller. (১৯) The Light of Asia—Arnold.

ভ্রমণবৃত্তান্ত—(১) পরিব্রাজক—বিবেকানন্দ, (২) বিলাতযাত্রী সন্ন্যাসীর চিঠি—ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়, (৩) জাপান—সুরেশ চন্দ্র, (৪) হিমালয়—জলধর সেন, (৫) Three years in Europe—R. C. Dutt (৬) ভূপ্রদক্ষিণ—চন্দ্রশেখর

ইতিহাস—(১) মুর্শিদাবাদকাহিনী—নিখিলনাথ, (২) প্রতাপাদিত্য—ঐ, (৩) সিরাজ উদ্দৌল্লা—অক্ষয়কুমার, (৪) মীরকাশেম—ঐ, (৫) রুষ জাপান যুদ্ধ ১ম ও ২য় খণ্ড—শ্রীনলিনীবালা ভঞ্জ, (৬) মণিপুরের ইতিহাস—ঐ, (৭) শিখজাতি ও শিখগুরু—শ্রীবসন্তকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, (৮) শিখের বলিদান—শ্রীকুমুদিনী সরস্বতী, (৯) শিবাজী ও মারহাট্টা জাতি—হিতবাদী আফিস, (১০) টডের রাজস্থান, (১১) রাজপুত কাহিনী—শ্রীকালীপ্রসন্ন দাস গুপ্ত (১২) Early India—Vincent Smith. (১৩) Rise of the Dutch Republic—Motley. (১৪) Decline and Fall of the Roman Empire—Gibbon. (১৫) The Sikh—Gordon.

বিবিধ পুস্তক—(১) পত্রাবলী ১ম ও ২য় ভাগ—উদ্বোধন অফিস, (২) বর্ত্তমান ভারত—ঐ, (৩) প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য—ঐ, (৪) স্বামিশিষ্য সংবাদ ১ম ও ২য় খণ্ড—শ্রীশরচ্চন্দ্র চক্রবর্ত্তী, (৫) সামাজিক প্রবন্ধ—ভূদেবচন্দ্র, (৬) পারিবারিক প্রবন্ধ—ঐ, (৭) অনুশীলন—বঙ্কিমচন্দ্র, (৮) কমলাকান্তের দপ্তর—ঐ, (৯)

সাধনা শ্রীবিনয়কুমার সরকার, (১০) সংযম চন্দ্রনাথ, (১১) ত্রিধারা ঐ, (১২) হিন্দুত্ব ঐ, (১৩) প্রতিভা রজনীকান্ত, (১৪) সিপাহি যুদ্ধের ইতিহাস—ঐ, (১৫) অমিতাভ—নবীনচন্দ্র, (১৬) রঘুবীর—গিরিশচন্দ্র, (১৭) বিল্বমঙ্গল—ঐ, (১৮) শঙ্করাচার্য্য ঐ (১৯) তপোবল—ঐ, (২০) Duties of man Mazzini (২১) Resurrection—Leo Tolstoy, (২২) The School of Health—Olsen. (২৩) Green's A Short History of the English People. (২৪) William Wallace, I-II Vol. (২৫) Popular Scientific Recreations Publishers Ward Lock & Co (২৬) আর্য্যকীর্ত্তি—রজনীকান্ত, (২৭) এপিক্‌টেটসের উপদেশ শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ, (২৮) কুরুক্ষেত্র —নবীনচন্দ্র, (২৯) প্রভাস—ঐ, (৩০) বিসর্জ্জন—রবীন্দ্রনাথ, (৩১) চন্দ্রগুপ্ত—দ্বিজেন্দ্রলাল, (৩২) অশোক ক্ষীরোদপ্রসাদ, (৩৩) ভারতীয় বিদুষী—শ্রীমণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়, (৩৪) প্রাচীন সভ্যতা শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার

(৭) অপরকে সৎপথে অগ্রসর হ'তে সহায়তা করা। স্বামী বিবেকানন্দ বলতেন—"The best way in which you can improve yourself is to try to improve others." আর এক স্থলে তিনি বলেছেন—"First let us be Gods, and then help others to be Gods. Be and make. Let this be our motto. Say not man is a sinner. Tell him that he is a God." যদি তোমার নিজের

কল্যাণ চাও তবে অন্যের কল্যাণ কর নিজে দেবতা হও, আর দশজনকে দেবতা হ'তে সাহায্য কর নিজে মানুষ হও আর দশজনকে সঙ্গে সঙ্গে মানুষ কর—ইহাই আমাদের মন্ত্র হ'ক কখনও ব'লোনা—মানুষ পাপী তা'কে কেবল শোনাও—সে দেবতা স্বামীর এই মহীয়সী বাণী আজ প্রত্যেক ভারতীয় যুবকের প্রাণে অনন্ত শক্তি উদ্দীপিত করুক তুমি যতটুকু অগ্রসর হ'য়েছ ততটুকু অগ্রসর হবার জন্য শত শত ব্যক্তিকে উৎসাহিত কর ভক্ত হরিদাস সকলের কল্যাণের জন্য, সকলকে শুনিয়ে যেরূপ উচ্চৈঃস্বরে নাম জপ করতেন, তোমরা সেইরূপ নিজে পবিত্র হ'যে সকলকে পবিত্রতার বার্ত্তা শোনাও ; ত্যাগী হ'যে ত্যাগের মহিমা সকলের দ্বারে দ্বারে ঘোষণা কর মুসলমান সাধিকা রাবেয়া বল্‌তেন "হে প্রভো, জগতে যত পাপী আছে সকলকে উদ্ধার কর, তার পর আমায় উদ্ধার ক'রো "

অনেকে বলেন অন্যরে ভাল করতে গেলে আত্মাভিমান আসবার ভয় আছে এবং নিজেরও খারাপ হ'যে যাবার আশঙ্কা আছে , একথা আংশিক সত্য অন্যকে উপদেশ দিব, এরূপ অভিমান রাখ্‌বে না । তুমি যতটুকু ভাল, তার এক তিলও বেশী বাড়িয়ে ব'ল্‌বে না । তোমার বন্ধুদিগকে ও ছোট ছোট ভাই দিগকে তুমি ভালবাস ; কিছু খাবার পে'লে তাদের খাওয়াতে তোমার স্বতঃই ইচ্ছা হয় সেইরূপ ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন ক'রে তুমি যে আনন্দের অধিকারী হ'য়েছ—শারীরিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতি উপলব্ধি করছ, তোমার বন্ধুদিগকে ও ছোট

ছোট দেশের ছেলেদের সেইটুকু পাবার জন্য উৎসাহ দাও। তুমি চেষ্টা ক'র্লে একজন ছেলেকে সৎপথে আন্তে সমর্থ হ'তেও পা'র, না হ'তেও পা'র। যা'র ঘুম ভেঙ্গেছে সে চেষ্টা কর্লে এক জনকে ডাকাডাকি ক'রে তার ঘুমের ব্যাঘাত ক'র্তে পারে, তাকে ক্ষণেকের জন্যও জাগাতে পারে, সম্যক্‌রূপে জাগিয়ে দিতেও পারে, আবার হয়ত গভীর নিদ্রিত ব্যক্তিকে হাজার ডাক ডাক করেও তুলতে পারে না। জাগরণের কৃতকার্য্যতা নিদ্রিত ব্যক্তির নিদ্রা ও তোমার ডাকাডাকির তারতম্যের উপর নির্ভর করে। অত্যন্ত অসচ্চরিত্র ব্যক্তিকে সৎপথে আন্তে হ'লে তোমার ডাকাডাকিতে কুলাবে না। তজ্জন্য তাদের নিকট যেও না। ধর্ম্মজগতের উন্নত সাধুরা তাদিগকে টা'ন্তে পা'র্বেন। তবে যে যেখানে আছে—পাপী তাপী— সকলের জন্য ভগবানের কাছে প্রার্থনা কর। তুমি প্রার্থনা কর, আমি প্রার্থনা করি, এস সকলে মিলিয়া ডাকি—হে পতিতপাবন, তুমি আমার দেশের ছোট ছোট বালকদের পবিত্রতার পথে টেনে নাও। তাদিগকে পবিত্রতার গঙ্গাজলে স্নাত করাইয়া তাদের মন্ত্রে দীক্ষিত কর।

ছোট ছোট ছেলেদের দিন দিন উন্নত হ'তে দেখে তোমার মনে আরও শক্তি বাড়বে। অনেক সময় তোমার মনে দুর্ব্বলতা আসবে, তখন তাদের দেখে তোমার সে দুর্ব্বলতা চলে যাবে। নিজের অনেক অসম্পূর্ণতা বুঝতে পার্বে। মনে হবে, আমি এদের বলেছি এইরূপ হবার জন্য, আর আমি ত সম্পূর্ণভাবে

এরূপ হ'তে পারি নি ধর্ম্মজগতের খবর তুমি জান না—যিনি ঈশ্বর দর্শন ক'রেছেন, তিনি ছাড়া আর কেই বা জানে? তুমি সে সম্বন্ধে কিছুই জান না লোকে যে গুরুগিরি ক'রতে গিয়ে মারা পড়ে তার কারণ—তারা কপটতা ক'রে আপনাদিগকে ধার্ম্মিক ব'লে পরিচয় দেয় পবিত্র জীবন যাপন করা, পরস্ত্রীতে মাতৃভাব, দরিদ্রদিগকে ভালবাসা, জন্মভূমিকে ভালবাসা, এই সব বিষয় যা আমরা বুঝি তা আমাদের ভাইদের জানাব সতীর্থ বালকদের ব্রহ্মচর্য্য পালন ক'র্‌তে বল্‌বে, ধর্ম্মবিষয়ক গ্রন্থ পড়্‌তে দেবে, তাদের সঙ্গে সদালোচনা কর্‌বে, আর তাদের জন্য ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা কর্‌বে যদি একটা শ্রেণীতে একটী মাত্র বালক ব্রহ্মচারী হয়, তার পবিত্র সংস্পর্শে সেই শ্রেণীস্থ অনেক বালক ব্রহ্মচারী হ'য়ে থাকে বালকগণের উপর সমপাঠিগণের প্রভাব যত অধিক এরূপ আর কাহারও নহে সুতরাং আজ দেশের ছাত্র সমাজের নৈতিক অবস্থার পরিবর্ত্তন ছাত্রগণের সাহায্য-ব্যতিরেকে হবে না। আজ কোন্ বালক এই কার্য্যে সহায়তা ক'রে তার দুঃখিনী জন্মভূমির আশীর্ব্বাদ নেবে

(৮) প্রলোভন হ'তে দূরে থাকা—প্রলোভন হ'তে সর্ব্বদা দূরে থাক্‌বে যাদের সঙ্গে তোমার পূর্ব্বে অসৎ আলোচনা হ'ত, তাদের সঙ্গ ত্যাগ কর্‌বে তারা তোমার সম্বন্ধে কি আলোচনা কর্‌বে এই দুর্ব্বলতার বশবর্ত্তী হ'য়ে কখনও তাদের সঙ্গে মিশবে না মানুষ হ'তে হ'লে একটু রোক চাই বন্ধুদের

সন্তুষ্ট রাখ তোমার উদ্দেশ্য নয়, তোমার উদ্দেশ্য—মন পবিত্র রাখা আমি অনেক সময় দেখেছি, ছেলেরা প্রতিজ্ঞা ক'রেছে আর অসৎ বন্ধুদের সঙ্গে বেড়াবে না কিন্তু অপরাহ্ণ হ'ল আর বেড়াবার জন্য বন্ধুরা এসে ডাকাডাকি। মনে ভাবলে "যাওয় যাক, তাতে কি ক্ষতি? আমি ত আর মন্দ আলোচনা করব না" তারপর অসৎ-প্রসঙ্গ আরম্ভ হ'ল, তখন মনে হ'চ্ছে তাইত আমি করছি কি? তারপর খানিক পরে সব বদলে গেছে। তখন ভাবে—ব্রহ্মচর্য্য পবিত্রতা এসব যত বাজে কথা, ইন্দ্রিয় সংযম বড় কঠিন, এ কলিযুগের কাজ নয়। মনে দুর্ব্বলতা এল অনেক দিনের সংযম এক ঘণ্টায় ভেসে গেল

কু সঙ্গীত, কু আলোচনা, কু সঙ্গ, কু দৃশ্য প্রভৃতি যাতে মনে কামের উদ্রেক করে, তার ত্রিসীমানায় যাবে না। যিশুখৃষ্ট বলেছেন—"হে প্রভো আমাদিগকে প্রলোভন হতে দূরে রাখ" প্রলোভনের মধ্যে থেকে তার সঙ্গে যুদ্ধে জয়ী হব এ আস্ফালন অত্যন্ত মারাত্মক অনেক সংযমী পুরুষও প্রলোভনে নষ্ট হ'য়ে গেছে আজ দেশের ছেলেরা যে এত কামভাবে পশুর মত হ'যে প'ড়েছে তার কারণ তারা যে দিকে দেখ্ছে সে দিকেই কামভাব। তারা যদি সদ্ভাবের মধ্যে শিক্ষিত হ'ত, তা' হলে অন্যরূপ হ'ত তাই হিন্দু ঋষিরা প্রার্থনা ক'রেছিলেন—"আমরা যেন ভদ্র অবলোকন করি, আমরা যেন ভদ্র শ্রবণ করি, ইত্যাদি"।

স্ত্রী পুরুষের শয়নগৃহে কখনও থেকো না তাদের আলাপ

শুনে না নিজের একটী আলাদা ঘর রাখ্‌বে সেখানে একাকী শয়ন ক'র্‌বে ব্রহ্মচারী জিতেন্দ্রিয় লোক ছাড়া অন্য কাউকেও সে ঘরে শুতে বা আড্ডা কর্‌তে দেবে না সে ঘরে যেন কোনও অসৎ প্রসঙ্গ না হয় ঘরের দেওয়ালে ব্রহ্মচারী মহাপুরুষদের ছবি সাজিয়ে রাখ্‌বে এবং শাস্ত্রীয় ও মহাপুরু যোক্ত যে ধর্ম্মনীতিগুলি তোমার প্রাণে পবিত্রভাব উদ্দীপিত করে সেগুলি ছবির মত বাঁধিয়ে টাঙ্গিয়ে রাখ্‌বে সন্ধ্যার সময় ফুল, ধূপ, ধূনা, চন্দন প্রভৃতি ঘরে রাখ্‌বে।

সমবয়স্ক মেয়েদের কাছে একাকী কখনও থাকবে না যতক্ষণ থাক্‌বে কখনও তাদের মুখের দিকে চেও না—পায়ের দিকে ভক্তিভাবে চাইবে প্রভুপাদ বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী কঠোর সাধনার পর সমাধির উচ্চাবস্থা লাভ ক'রে লোকশিক্ষার জন্য আবার যখন সমাজে ফিরে এলেন, তখন তাঁর ভ্রাতৃজায়াকে দেখে চিনতে পারলেন না। কারণ তিনি তাঁর চরণ ছাড়া কখনও মুখের দিকে চান নি ঠাকুর রামকৃষ্ণ তাঁর একজন শিষ্যকে বল্‌ছেন—"সাধু সাবধান! মেয়ে মানুষের কাছে ঘেঁস্‌বে না।" যাকে তিনি সাবধান কর্‌ছেন তাঁর সম্বন্ধে তিনি ব'লেছিলেন যে তাঁর পরমহংস অবস্থা আর আমরা কোন্ ছার।

(৯) শরীরের নশ্বরত্ব অনুধাবন—কামদমনের আর একটী উপায় আছে, শরীরের নশ্বরতা অনুধাবন করা আর মৃত্যুচিন্তা করা। বিচার কর—মেয়েমানুষের শরীরে কি আছে? রক্ত,

মাংস, মেদ, মজ্জা, নাড়িভুঁড়ি, কফ, মলমূত্র এই সব   এই নিয়ে কি আমোদ ক'রবে ? আজ যে স্ত্রীলোককে তুমি সুন্দর দেখ্‌ছ কাল যদি তার বসন্ত রোগ হয় তখন সে রূপ কোথায় থাকবে ? আর এক -মৃত্যুচিন্তা। কখন মর্‌তে হবে তার ঠিক কি ? চোখের সামনে গতকল্য যাকে হেসে খেলে বেড়াতে দেখেছি আজ শুন্‌চি সে মরে গেছে   এজগতে দেখ্‌ছি রূপ, যৌবন, ধন, জীবন সবইত অনিত্য   তবে ক্ষণিক দেহসুখের জন্য দেহ মন ও আত্মারে কলুষিত করি কেন ?

(১০) উদ্দীপনা—কিন্তু ব'সে ব'সে শুধু "নলিনী-দলগত জল মতি তরলম্‌" ভাব্‌লে বিশেষ ফল হয় ব'লে মনে হয় না   জগতে সকল লোক দার্শনিক হ'যে জন্মায় নি ও সকলেই সর্ব্বদা নিজের স্বরূপ উপলব্ধি ক'রে নির্ব্বিকার থাক্‌তে পারে না জীবনের অতি প্রত্যুষেই বৈরাগী বাবাজীদের খঞ্জনীধ্বনির সঙ্গে "এ জীবন দুদিনের বইত নয" সম্বন্ধীয় বহু সঙ্গীত নানাভাবে নানাসুরে আমরা শুনে থাকি, আর কর্ম্মক্ষেত্রে পদার্পণ করবার প্রারম্ভেই ভবের খেলা তাড়াতাড়ি সাঙ্গ ক'রে 'ও পারে' যাবার জন্য খেয়াঘাটে আকুল হ'যে ব'সে থাক্‌বার উপদেশ পেয়ে থাকি আমাদের জীবন একটা অলীক স্বপ্ন, তবু আমাদের ছেলেরা এত দূর কামের দাস হ'যে প'ড়েছে কেন ? তাদের জানাতে হবে— হাঁ, জীবনটা স্বল্পস্থায়ী সত্য, কিন্তু অমূল্য   এই অমূল্য সময টুকুতে বড বড় কাজ ক'রে যেতে হবে   এই দেহটা নশ্বর, যে কোনও মুহূর্ত্তে এর ধ্বংস হ'তে পারে, অতএব এই দেহটা

সন্নিবিষ্ট দিয়ে যাও জীবনটাকে কাজের ভিড়ে সরগরম ক'রে রাখ জীবনের মধুর প্রভাতে যখন বুকে নবীন আশা ও বিফলতাবিহীন উৎসাহ তখন নৈরাশ্যের এ খঞ্জনীধ্বনি কেন? কর্ম্মের ভেরীনিনাদে হৃদয়কে মাতিয়ে তোল। মরণের রক্ত আঁখি দেখে ভাল হ'তে হবে নাকি? মৃত্যুকে ভয় করবে কেন? মৃত্যুকে জয় কর পবিত্র নিষ্পাপ জীবন যাপন কর, পরের জন্য অকাতরে খেটে যাও শিয়রে যখন মৃত্যু এসে দাঁড়াবে তখন তাকে সাদরে বরণ করতে পারবে। সর্ব্বদা মনে একটা উচ্চ আকাঙ্ক্ষা জাগিয়ে রাখ আমাদের পোড়া দেশের ছেলেদের উচ্চ আকাঙ্ক্ষা নেই ঊর্দ্ধসংখ্যা উকীল, ব্যারিষ্টার, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার দেশের শিল্পবাণিজ্যের উন্নতি ক'রবে, অন্য দেশ থেকে কলকারখানার কাজ শিখে এসে স্বদেশে তার প্রবর্ত্তন করবে, দেশের গরীবদের মধ্যে শিক্ষাবিস্তার ক'রবে এইরূপ উচ্চ আকাঙ্ক্ষা মনে জাগিয়ে তোল। উচ্চ আকাঙ্ক্ষা থাকলে স্বতঃই সংযম আসবে। জীবনের এই একঘেয়ে একটানা মৃদুস্রোতঃ বদলে দিয়ে, একটা তীব্রতা ও উদ্দীপনার খরস্রোতঃ প্রবাহিত কর অলস শান্তিপ্রিয়তাই আমাদের যত সর্ব্বনাশ ঘটিয়েছে। তোমরা ভেবে নিয়েছ—চারটি পাশ ক'রে একটি চাকরী জোগাড় ক'রে নেবে, তারপর আরাম কেদারায় ঠেস দিয়ে সারা জীবন বাজেগল্প ক'রবে। যত আরামপ্রিয়তা তত ইন্দ্রিয়পরায়ণতা ও নরকের প্রসার জীবনের একটা উচ্চ উদ্দেশ্য ঠিক করে নাও—যদি জন্মেছ—একটা দাগ রেখে যাও!

পরিশিষ্ট।

[৪]

বীর্য্যধারণের উপকারিতা সম্বন্ধে কিছু আলোচনা ক'রে প্রবন্ধ শেষ ক'রব। আয়ুর্ব্বেদ বলেন—

রসাদ্রক্তং ততো মাংসং মাংসান্মেদঃ প্রজায়তে

মেদসোঽস্থি ততো মজ্জা মজ্জঃ শুক্রস্য সম্ভবঃ

অর্থাৎ ভুক্ত দ্রব্য পরিপাক হ'লে রস হয়; রস হ'তে রক্ত, রক্ত হ'তে মাংস, মাংস হ'তে মেদ, মেদ হ'তে অস্থি, অস্থি হ'তে মজ্জা এবং মজ্জা হ'তে শুক্রের উৎপত্তি হয়।

এখন বুঝে দেখ, একবার শুক্রপাত হ'লে শরীরের কতখানি রক্ত বেরিয়ে যায়। সাধে কি শুক্রকে জীবনীশক্তি বলে? পূর্ব্বে লোকে কেন দীর্ঘায়ুঃ হ'ত, এতেই বুঝে নাও। শরীরে একবিন্দু রক্ত উৎপাদনের জন্য লোকে কত উপাদেয় পুষ্টিকর দ্রব্য আহার করে, কত ব্যায়াম করে, স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য কত লোককে কত অর্থ ব্যয় ক'রতে দেখ্‌তে পাই, কিন্তু যে শুক্র কত রক্তের সমষ্টিস্বরূপ তার রক্ষার জন্য নির্ব্বোধ মানব আমরা কিছু চেষ্টা করি না। আর্য্য ঋষিগণ বীর্য্যধারণের উপর কত বেশী প্রাধান্য দিয়েছেন দেখ। তাঁরা ব্রহ্মচর্য্যপালনকে সকল তপস্যার শ্রেষ্ঠ তপস্যা ব'লে বর্ণনা ক'রেছেন। সকল আশ্রমের

ভিত্তি "ব্রহ্মচর্য্য আশ্রম'। তাই প্রথম ব্রহ্মচর্য্য, তারপর গার্হস্থ্য, তারপর বানপ্রস্থ, শেষে সন্ন্যাস। সন্তানোৎপাদনে অধিকারী হ'তে হ'লে ও বিবাহিত জীবনের দায়িত্ব স্কন্ধে নিতে হ'লে প্রাগে ৩৬ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত ধৃতবীর্য্য হ'য়ে থাক্‌তে হ'ত

একবার বীর্য্য স্খলিত হ'ল, সঙ্গে সঙ্গে তোমার পরমায়ু কিছু হ্রাস প্রাপ্ত হ'ল তাই দেখ্‌তে পাই যারা অধিক ইন্দ্রিয়পরায়ণ তারা দীর্ঘ আয়ুঃ লাভ কর্‌তে পারে না হতভাগ্য রাজা পাণ্ডু অত্যধিক কামসেবার জন্য পরিশেষে স্ত্রীসঙ্গম কর্‌তে গিয়ে মাদ্রীবক্ষে চিরনিদ্রায় অভিভূত হ'য়ে ছিলেন—এরূপ হতভাগ্যদের বিবরণ যদিও আমরা চোখের সামনে সচরাচর দেখ্‌তে পাই না, তথাপি এটা প্রত্যক্ষ করছি যে, কত হতভাগ্য অকালে ইহধাম ত্যাগ কর্‌ছে ও মৃত্যুর অপেক্ষা ভীষণ যন্ত্রণা ভোগ ক'রে স্বীয় দুষ্কৃতকর্ম্মের প্রায়শ্চিত্ত ক'রছে শিব-সংহিতায় উক্ত আছে—"মরণং বিন্দুপাতেন জীবনং বিন্দুধারণাৎ" অর্থাৎ বিন্দুর (শুক্র) পতনে মরণ ও তাহার ধারণে জীবন বিন্দুপতনে মরণ অবশ্যম্ভাবী যারা অস্বাভাবিক উপায়ে বীর্য্য নষ্ট করে, তারা যে আত্মহত্যা ক'রে থাকে তাতে সন্দেহ নেই। আত্মহত্যায় একবার মৃত্যুযন্ত্রণা হয়, আর বীর্য্যনষ্ট ক'রলে পলে পলে, দণ্ডে দণ্ডে, দিনে দিনে, মাসে মাসে, বৎসরে বৎসরে—যত কাল বেঁচে থাক্‌বে ততকাল মৃত্যুর অধিক রোগযন্ত্রণা ভোগ ক'রবে।

পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের মুখেও এই একই কথা শুন্‌তে পাই

ডাক্তার লুইস বলেন—"All eminent physiologist agree that the most precious atoms of the blood enter into the composition of the semen"

অর্থাৎ বিখ্যাত শারীরবিজ্ঞানবিদ্ পণ্ডিতগণ একবাক্যে স্বীকার ক'রেছেন যে রক্তের সারাংশ শুক্ররূপে পরিণত হয়

হিন্দু ঋষি বাগভট বলেন—ওজঃ নামে একটী ধাতু মানবের সর্ব্বশরীর ব্যাপ্ত হ'য়ে আছে এই ওজঃ-শুক্র থেকে উৎপন্ন হয়। দেহের তুষ্টি, পুষ্টি, বল, উৎসাহ, প্রতিভা, ধৈর্য্য, লাবণ্য, সুকুমারতা, সর্ব্ববিধ ভাব ও সর্ব্ববিধ গুণনিচয় এই ওজঃ হ'তেই উৎপন্ন তাই যৌবনে লোকের দেহলাবণ্য বাড়ে, উৎসাহ বাড়ে তেজঃ ও শক্তির বিকাশ হয় যুবকহৃদয় নৈরাশ্য জানে না, নিরানন্দ ভাব জানে না সাধারণতঃ ষোল বৎসরেই যৌবনোদ্গম হ'য়ে থাকে। আমাদের দেশে আরও অল্প বয়সে এই সময় বীর্য্য তরল থাকে, ক্রমে বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে উহা গাঢ়তর হ'তে থাকে তরল অপক্ক বীর্য্য শরীর থেকে নির্গত হ'তে থাকলে তা আর উপযুক্তরূপ গাঢ় হ'তে পায় না। যে "শুভ্রস্রোতঃ" তার দেহে "সৌম্য, স্নিগ্ধতা, বল ও পুষ্টি" এনে দিয়ে তাকে আনন্দের অধিকারী করেছিল তাহার ক্ষয়ে যুবক দিনদিন ক্ষয় প্রাপ্ত হ'তে থাকে। এই সর্ব্বশরীরব্যাপী শুক্রধাতু দেহ হ'তে নির্গত হবার সময় যুবককে ক্ষণিক আনন্দ দান করে; কিন্তু তারপর সে আনন্দ কোথায় চলে যায় ইন্দ্রিয়ের সে সুখস্পৃহা নেই, প্রাণের আনন্দ অনুভব করবার

শক্তি বিলুপ্ত, শরীর অবসন্ন আবার শক্তিলাভের জন্য যুবক আহার করলে, ভুক্ত দ্রব্য পরিপাক হ'য়ে ক্রমে ক্রমে শুক্রের উৎপত্তি হ'ল ক্ষণিক আনন্দলাভের মোহে যুবক আবার তা নষ্ট ক'রে ফেলে সে জানে এতে শারীরিক শক্তির হ্রাস হয়, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে যে "তুষ্টি, পুষ্টি, বল, উৎসাহ, প্রতিভা, ধৈর্য্য, লাবণ্য, সৌকুমার্য্য, সর্ববিধ ভাব ও সর্ববিধ গুণনিচয়" হ্রাস পেতে থাকে তা সে জানে না।

ক্রমে যৌবনের সে দেহলাবণ্য আর থাকে না হৃষ্টপুষ্ট বালক হ'লেও তার মুখে আর সে কান্তিটুকু ফুটে উঠে না ক্রমে ক্রমে নানারোগের উপসর্গ দেখা যায় এই সব বালকদের (আমাদের দেশের যুবক) দেখলেই তাদের শারীরিক বিকৃতি চিনতে পারা যায় চক্ষুর নিম্নে কালিমা, চক্ষু বসা, দৃষ্টি ক্ষীণ, মুখ সর্বদা শুষ্ক, কপালে শিরার উদ্গম ইন্দ্রিয়তৃপ্তির লালসায় গা ভাসিয়ে দিয়ে তারা সংযম ও শৃঙ্খলার বাহিরে গিয়ে পড়ে ক্রমে অত্যধিক ইন্দ্রিয়সেবার বিষময় ফল ফলতে থাকে মেহ, প্রমেহ, বহুমূত্র, ধ্বজভঙ্গ, ক্ষয়কাশ, রাজযক্ষা, রক্তপিত্ত, অর্শ, বাত, মূর্চ্ছা, দাহ, শিরোরোগ, প্রভৃতি ভীষণ ব্যাধির উৎপত্তি হয় চিকিৎসাশাস্ত্রে এই সকল রোগের উপসর্গগুলি যেরূপ বর্ণিত আছে তা পাঠ করলে সর্বশরীর আতঙ্কে কেঁপে উঠে এই রোগগুলির নাম শুনে এদের যতটুকু যন্ত্রণাদায়ক মনে করা তত অল্প নয় এইরূপ রোগগ্রস্ত লোককে দেখলে চোখের জল রাখতে পারবে না।

একটি ষোল বৎসরের ছেলের মেহরোগ হ'যেছিল। সে ছেলেটি স্কুলে পড়্‌ত তাকে যখনই দেখতাম আমার অত্যন্ত কষ্ট হ'ত দুচার রশি রাস্তা হেটে সে আমার বাড়ী আস্‌ত —এসেই শুয়ে পড়্‌ত খানিকক্ষণ শুয়ে, উঠে বস্‌বার সময় সে চারিদিক অন্ধকার দেখ্‌তে এমি সে দুর্ব্বল হ'য়ে পড়েছিল। প্রস্রাবের সময় মূত্রদ্বার অত্যন্ত জ্বালা ক'র্‌ত প্রস্রাবের সঙ্গে খড়ির মত পদার্থ ও সূতার আকারে শুক্র নির্গত হ'ত একদিন তা'র প্রস্রাব বন্ধ হ'ল এবং প্রস্রাবের দ্বার হ'তে রক্ত ও পুঁজ নির্গত হ'তে লাগ্‌ল আজ ঈশ্বরের কৃপায় সে আরোগ্যলাভ ক'রেছে এখন সে ধৃতবীর্য্য ও তা'র শরীর বেশ সুস্থ

আর একজনকে দেখেছিলাম—সে ডাক্তারখানায় যাচ্ছিল আমি দেখ্‌লাম সে রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে ছট্‌ফট্‌ ক'র্‌ছে, আর অসহ্য যন্ত্রণায় অস্ফুট কাতরধ্বনি ক'র্‌ছে তা'র মূত্রদ্বার সর্ব্বদা টাটিয়ে থাক্‌ত ও ভয়ানক যাতনা হ'ত। সে বল্লে, সে আর আরোগ্য লাভ কর্‌তে চায় না—চায়—মৃত্যু। ইচ্ছা হয় আত্ম-হত্যা ক'রে সে সকল দুঃখের অবসান করে, কিন্তু তা পারে না। আমিও তা'র কাতরতা দেখে মনে মনে ভাবলাম—আহা মৃত্যুর কোলে সে শান্তি পাক।

অনেক পনের বছরের ছেলেকে দেখেছি—শরীরে এত শক্তি যে ২৪ বৎসরের যুবককে হারিয়ে দেয় হঠাৎ অসৎ সংসর্গে মিশে হস্তমৈথুন আরম্ভ ক'র্‌লে। তিনি মাসের মধ্যেই দেখি—সে

অত্যন্ত ক্ষীণ হ'যে গেছে দেখে বিশ্বাস হয় না যে, কখনও সে ব্যায়াম ক'রে বিপুল শক্তি অর্জ্জন ক'রেছিল।

একটি সতের বছরের ছেলেকে জানি তার মা বাপ অতি ছোট বেলায় তার বিবাহ দিয়ে নিজেদের স্বর্গের দ্বার খুলে রেখেছিলেন আজ তাকে দেখে দুঃখ হয় আর মনে হয়, হে ঈশ্বর এই সব ভীষণ শত্রু মাবাপের কবল থেকে সুকুমার ছেলেদের রক্ষা কর। এখন চোখের অসুখে তার লেখাপড়া বন্ধ সে প্রত্যহ মাখম, বাদাম, পেস্তা প্রভৃতি পুষ্টিকর দ্রব্য খেযে থাকে তবুও তার শরীর দুর্ব্বল,—অতি দুর্ব্বল একটু পড়্‌লেই তার মাথা ধরে যখন তখন মাথা টনটন করে, মাথায় অসহ্য যন্ত্রণা হয় হতভাগ্য বালক সতের বৎসর বয়সেই মানসিক শান্তি হ'তে বিচ্যুত হ'য়েছে এখন সে বুঝেছে যে, অপক্ক বীর্য্য অপরিমিত ব্যয় ক'রেই তার এই সর্ব্বনাশ হ'য়েছে তজ্জন্য সে আর তার স্ত্রীর সঙ্গে একত্র থাক্‌তে চায় না কিন্তু তার পিশাচ প্রায় মা বাপ তাকে স্ত্রীর সঙ্গে একত্র থাক্‌বার জন্য পীড়াপীড়ি করেন এবং নির্লজ্জভাবে ভৎর্সনা ও নির্যাতন করেন।

কিছুদিন অস্বাভাবিক উপায়ে বীর্য্যনষ্ট ক'রলেই স্ত্রীলোক দেখ্‌বামাত্র বা স্পর্শ ক'রবামাত্র আপনা হ'তেই রেতঃ স্খলিত হয়। রেতঃ অত্যন্ত পাতলা হয় স্বপ্নদোষ ঘট্‌তে থাকে শেষে দিবভাগেও তন্দ্রার ঘোরে স্বপ্নদোষ হয় প্রথম এক মাস অন্তর স্বপ্নে বীর্য্য পতন হয়, পরে ক্রমে ক্রমে সময়ের অন্তর

ক্রমে আসে   শেষে প্রতিদিনই স্বপ্নদোষ আরম্ভ হয়। এই স্বপ্নদোষের মত ভীষণ ব্যাধি অল্পই আছে। খাচ্ছ, বেড়াচ্ছ, শরীরে কোনও ব্যাধি নেই—অথচ শরীর দিন দিন জীর্ণ শীর্ণ হ'য়ে যাচ্ছে। এই স্বপ্নদোষের জন্য অজীর্ণ, অম্ল, বাত, প্রভৃতি বহু কঠিন রোগের উৎপত্তি হয়   মন পবিত্র ক'রতে না পারলে ডাক্তারী বা কবিরাজী ঔষধের সাধ্য নেই যে এই স্বপ্নদোষ নিবারণ করে। এই রোগ হ'তে আরোগ্যলাভ ক'রবার জন্য বহু ছাত্রকে ঔষধের মূল্য ও চিকিৎসকের দর্শনী যোগাতে, বহু অর্থ ব্যয় ক'রতে দেখেছি কিন্তু কিছুতেই কিছু ফল হয়নি   পরে সর্ব্বদা পবিত্র চিন্তা ও ঈশ্বরের স্মরণমননে মন ফেলে রাখবার পর অতি অল্প সময়ের মধ্যেই আশ্চর্য্যরূপ ফল পেতে দেখেছি।

একটী বালক খুব অল্প বয়সে বিবাহিত হয়   আমি তা'কে স্ত্রীর সঙ্গে থাক্‌তে বারংবার নিষেধ ক'রেছিলাম   কিন্তু হতভাগ্য বালক সে নিষেধ মেনে চলতে পারে নি   স্কুলে প্রায় প্রত্যহই তা'কে তিনটার সময় মাথা ধরেছে ব'লে ছুটি নিয়ে বাড়ী যেতে দেখতাম। অনেক সময় সে বিমর্ষ হ'য়ে ক্লাশে বসে থাক্‌ত। ক্রমে তার মস্তিষ্কের রোগ বেড়ে উঠ্‌ল। সে পড়া ছেড়ে দিলে। তার সঙ্গে যখনই আমার দেখা হ'ত আমি তাকে স্ত্রীসঙ্গ হ'তে বিরত হ'তে বল্‌তাম   আমার সঙ্গে দেখা হ'লেই বেচারা কাঁদ্‌ত আর বল্‌ত তার মার জন্যই সে মরতে বসেছে   তার রাক্ষসী মা কিছুতেই তাকে তার বালিকা স্ত্রী ছেড়ে অন্যত্র শুতে দেবে না বা তার স্ত্রীকে তার পিত্রালয়ে পাঠিয়ে দেবে না। আমি তাকে

বাড়ী ছেড়ে অন্যত্র পালিয়ে যাবার জন্য বলতাম, কিন্তু এরূপ অসুস্থ শরীরে সে নিজের অদৃষ্টের উপর নির্ভর ক'রে অন্যত্র যেতে সাহস ক'রত না। কিছুদিন পরে শুনলেম, সে পাগল হ'য়ে গেছে। এক বৎসর উন্মাদ অবস্থায় থেকে হতভাগা বালক মৃত্যুর কোলে চিরশান্তি লাভ ক'রেছে।

আর একটী অল্পবয়স্ক কলেজের ছাত্র আজ দুই বৎসর যাবৎ শয্যাগত। তার উত্থানশক্তি নেই। মেহ, অর্শ, বাত, অজীর্ণ আমাশয়, অম্ল, এইগুলি ঘুরে ফিরে তাকে আক্রমণ ক'রছে। যখনই তার সহিত আমার দেখা হয়, তার নৈরাশ্য ও আক্ষেপ শুনে অশ্রুসংবরণ করতে পারি না। ভগবান্ এমন দিন কবে দেবেন—যেদিন এরূপ মর্ম্মদাহী দৃশ্য আর দেশে দেখতে হবে না।

ছয়মাস পূর্ব্বে একটি অত্যন্ত বলিষ্ঠ ও নীরোগ ছাত্রকে দেখেছিলাম, সে অস্বাভাবিক উপায়ে বীর্য্য নষ্ট করতে আরম্ভ করে। তার সমপাঠী একটি সচ্চরিত্র ছাত্র তাকে ভাল হবার জন্য অনেক অনুরোধ ক'রত, কিন্তু সে তাকে উপহাস ক'রে উড়িয়ে দিত। আজ সে দুরারোগ্য ক্ষয়রোগে আক্রান্ত। বহু প্রবীণ, চিকিৎসকের মুখে শুনেছি, তাঁদের কাছে এতাবৎ-কাল যত রোগী চিকিৎসিত হ'তে এসেছে তন্মধ্যে শুক্রদোষঘটিত রোগের চিকিৎসাপ্রার্থীর সংখ্যাই অধিক। একজন বিজ্ঞ চিকিৎসককে দেখতাম, তাঁর কাছে কোনও ছাত্র অজীর্ণ, অম্ল, মস্তিষ্ক দৌর্ব্বল্য প্রভৃতি ছাত্রসমাজের নিত্যসহচর রোগের

চিকিৎসাপ্রার্থী হ'লেই তিনি প্রথমেই জিজ্ঞাসা করতেন যে তার স্বপ্নদোষ হয় কি না, এবং কোনও ঔষধের ব্যবস্থা না ক'রে ত'কে বীর্য্যধারণ ক'রতে ও পবিত্র চিন্তায় মন ফেলে রাখতে ব'লতেন

অনেক বালক বীর্য্য নষ্ট করার শোচনীয় পরিণাম অবগত আছে, তবু পি জেনে শুনে বীর্য্য নষ্ট করে তারা মনে করে অত্যধিক ক্ষয় হ'লেই রোগের উৎপত্তি হবে, কম ক্ষয় করলে রোগ হবে না একথা সত্য যে অত্যধিক বীর্য্যক্ষয় না হ'লে প্রায়েই যক্ষ্মা প্রভৃতি রোগ হয় না কিন্তু তাতে বীর্য্য তরল হয় আর ঐ সমস্ত রোগের প্রথম সূচনা হয় শরীর ক্ষীণ হ'তে ক্ষীণতর হ'তে থাকে স্বপ্নস্খলন হ'তে অগ্নিমান্দ্য, অজীর্ণ, নেত্ররোগ, শিরোরোগ, স্মৃতিশক্তি ও বুদ্ধিবৃত্তি প্রভৃতির হ্রাস হয়, ইহা প্রত্যেক চিকিৎসকই স্বীকার ক'রে থাকেন এই সব ছেলে একটু দৌড়লেই হাঁফিয়ে পড়ে, একটু ভয়ের কারণ উপস্থিত হ'লে তাদের বুক ধড়ফড় করে, অধিকবার প্রস্রাব হয়, মুখের লাবণ্য থাকে না, চক্ষু বসে যায়, অপরাহ্নে মুখ চোখ জ্বালা করে

কেবল যে স্বাস্থ্যের সঙ্গে শুক্রের সম্বন্ধ আছে তা' নয়, মস্তিষ্ক ও মনের সহিত ইহা'র ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে ধৃতবীর্য্য ব্যক্তি অধিকতর মেধাবী ও সাহসী হয় প্রসিদ্ধ ডাক্তার নিকলস্ বলেছেন—It is a medical—a physiological fact that the best blood in the body goes to form the

elements of reproduction in both sexes. In a pure and orderly life this matter is reabsorbed. It goes back into the circulation ready to form the finest brain, nerve and muscular tissue. This life of man, carried back and diffused through his system, makes him manly, strong, brave and heroic. If wasted, it leaves him effeminate, weak and irresolute, intellectually and physically debilitated and a prey to sexual irritation, disordered function, morbid sensation, disordered muscular movements, a wretched nervous system epilepsy insanity and death."

অর্থাৎ "চিকিৎসাশাস্ত্র ও শারীরবিজ্ঞানের ইহা মীমাংসিত সত্য যে, শোণিতের সারাংশই নবনারীর জনয়িত্রী শক্তির মূল উপাদান। যাঁর জীবন পবিত্র নিয়ত তাঁর শরীরে এই সারাংশ পুনর্বার শোষিত রক্তের সহিত প্রবাহিত হয় এবং উৎকৃষ্ট মস্তিষ্ক, স্নায়ু ও মাংসপেশী গঠিত করে। মানুষের এই জীবনী-শক্তি সর্ব্বদেহের মধ্যে পুনঃসঞ্চারিত হ'য়ে তাকে অধিকতর মনুষ্যত্বসম্পন্ন, বলিষ্ঠ, সাহসী ও বীর্য্যবান্ ক'রে তোলে। আর এর অপচয়ে মানুষ কাপুরুষে পরিণত, হীনবীর্য্য ও অস্থিরচিত্ত হয়। শারীরিক ও মানসিক শক্তি হ্রাস-প্রাপ্ত হয়, রিপুর উত্তেজনা বলবতী হয়, শারীরযন্ত্রের ক্রিয়ার ব্যাঘাত হয়,

ইন্দ্রিয়গণ বিকৃতাবস্থ হয়, মাংসপেশীসমূহের বিশৃঙ্খলা ঘটে; স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য, মূর্চ্ছা, উন্মাদ প্রভৃতি রোগের উৎপত্তি হয় এবং পরিশেষে মৃত্যু ঘটে।

বীর্য্যক্ষয় করলে যে স্মৃতিশক্তি ও বুদ্ধিবৃত্তির ন্যূনতা ঘটে থাকে তা বহু ছাত্রের জীবনে প্রত্যক্ষ করেছি। ডাক্তার ক্যালবেট এই প্রসঙ্গে বলেছেন Debility of intellect and especially of the memory characterises the mental alienation of the licentious. অর্থাৎ—"ইন্দ্রিয় পরায়ণদিগের মানসিক অধোগতির বিশেষত্ব এই যে, তাদের বুদ্ধিবৃত্তি ও স্মৃতিশক্তি দিন দিন দুর্ব্বল হ'তে থাকে।"

একটি স্কুলের ছাত্রকে জানি, সে পূর্ব্বে অত্যন্ত মেধাবী ও তীক্ষ্ণবুদ্ধি ছিল। শ্রেণীর মধ্যে সে একজন সর্ব্বোৎকৃষ্ট ছাত্র রূপে পরিগণিত ছিল। তার বয়স ১৪ বৎসর হবে। ক্রমে সে পাড়ার কতকগুলি সমবয়স্ক অসৎবালকের সঙ্গে মিশে হস্ত-মৈথুন অভ্যাস করে। এক বৎসর গেছে এখন আর সে উৎকৃষ্ট ছাত্রের মধ্যে গণ্য নয়। অথচ আশ্চর্য্যের বিষয় এই, সে পূর্ব্বাপেক্ষা অধিককাল অধ্যয়ন করে।

একজন উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তিকে আমি অত্যন্ত শ্রদ্ধা করতাম। তিনি আমার কাছে গল্প করেছিলেন, বাল্যকালে তিনি এত অল্পবুদ্ধি ও অল্পমেধা ছিলেন যে, তাঁর পিতা তাঁর বিদ্যাশিক্ষা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ নিরাশ হ'য়েছিলেন। তাঁর স্বর্গীয় পিতা বঙ্গদেশের একজন পরিচিত নীতিপরায়ণ ব্যক্তি ছিলেন। তাঁর

শিক্ষায় ও সাহচর্য্যে বহু কৃতবিদ্য বঙ্গীয় যুবক ধর্ম্মপরায়ণ হ'য়েছিল। পিতার শিক্ষায় ও আদর্শে পুত্রের চরিত্র গঠিত হ'য়েছিল। ৩৫ বৎসর বয়সে তিনি দারপরিগ্রহ করেন। এযাবৎকাল ব্রহ্মচারী ছিলেন। আশ্চর্য্যের বিষয় এই, যে বালক ৮ বৎসর বয়সের মধ্যে ব্যাকরণ অভ্যাস করতে আরম্ভ করেছিলেন সেই বালক তাঁর কলেজের পাঠ্য সমাপ্ত ক'রেছিলেন সংস্কৃত দর্শন বিষয়ে। তাঁর সময়ের অধিক অংশই নিজের ব্যায়াম ক'রতে ও অন্য বালকদের ব্যায়াম করতে কেটে যেত, তথাপি তিনি প্রতি বছর সকলের অগ্রে অধ্যয়ন করতেন।

বীর্য্যধারণের ফলে যে মেধা ও বুদ্ধি তীক্ষ্ণতর হয়, বহু বিজ্ঞ চিকিৎসক একথা বলে গেছেন। ডাক্তার লুইস্ এই প্রসঙ্গে সেণ্টপল ও সার আইজাক নিউটনের দৃষ্টান্ত দিয়ে বলেন "She (nature) find suse for them all in building up a keener brain and more vital and enduring nerves and muscles."

অর্থাৎ প্রকৃতিদেবী সেই রক্তবিন্দুগুলি দ্বারা তীক্ষ্ণতর মস্তিষ্ক, অধিকতর দৃঢ় ও জীবনীশক্তিপূর্ণ স্নায়ু ও মাংসপেশী গঠিত করে থাকেন।

যাঁরা ঊর্দ্ধরেতা সন্ন্যাসী ছিলেন, তাঁদের বাণী তোমাদের হৃদয়ে অধিকতর তেজঃ ও উদ্দীপনা এনে দেবে তজ্জন্য মহর্ষি পতঞ্জলির মঙ্গলময়ী বাণী তোমাদের শোনাচ্ছি — "ব্রহ্মচর্য্য প্রতিষ্ঠায়াং বীর্য্যলাভঃ" ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন ক'রলে

(শারীরিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক) বীর্য্যোত্ত হয়। বীর্য্যধারণ ক'রলেই মনে আধ্যাত্মিক ভাবের স্ফুরণ হয়, এবং ঈশ্বর সত্তা উপলব্ধি ক'রতে ব্যক্তিগণ উর্দ্ধরেতা হ'য়েই বলেন ফল কর্ত্তৃত্ব ক'রতে সকলেই পারে, কিন্তু অনুভব ক'রতে হ'লে প্রথমে ব্রহ্মচারী হ'তে হবে। কিছুদিন বীর্য্যধারণ কর, মন পবিত্র কর, কাম দূর ক'রে দাও, দেখবে ভগবানের দিকে আপনি হ'তেই মন আকৃষ্ট হ'চ্ছে আর তাঁর নামগুণ গান ও শ্রবণ ক'রতে স্বতঃই আনন্দ হ'চ্ছে। ডাক্তার নিকলাস্ বলেন

'The suspension of the use of the generative organ is attended with a noticeable increase of bodily and mental vigour and spirituality,"

"জননেন্দ্রিয়ের কার্য্য স্থগিত রাখ্‌লে শারীরিক ও মানসিক তেজঃ বর্দ্ধিত হয় এবং আধ্যাত্মিক জীবন উন্নত হয়"। পাশ্চাত্য জাতির কর্ণে এ কথা নূতন হ'তে পারে, কিন্তু হিন্দুর কাছে এ চিরপুরাতন ঘরের কথা। হিন্দুর বেদ বেদান্ত ব্রহ্মচারীদের কণ্ঠেই উচ্চারিত হ'য়েছিল। ব্রহ্মচর্য্যকে সকল তপস্যার শ্রেষ্ঠ তপস্যা ব'লে শাস্ত্রে বর্ণনা ক'রেছে। আমাদের দেশের সাধুরা বলেন, কামকাতর মনে ঈশ্বরীয় ভাবের স্ফুরণ হয় না। ভক্ত তুলসী দাসের দোঁহাতে আছে—

যাঁহা কাম তাঁহ রাম নেহি, যাঁহ রাম তাঁহা কাম
দোনো কভি নেহি রহে রব্ রজনী এক ঠাম

যেমন রবি আর রজনী কখনও একত্র থাক্‌তে পারে না, তদ্রূপ

কামুক ব্যক্তিরও ঈশ্বরের দিকে মন হয় না এবং যাঁর ঈশ্বরের প্রতি মন হ'য়েছে তাঁর মনে কাম আস্‌তে পারে না। যাঁরা কামসেবার আনন্দ ছাড়তে পারেন না অথচ ভক্ত হবার বড়াই করেন, তাঁরা বলেন গৃহস্থ থেকেই ঈশ্বরের ভজনা করার প্রকৃষ্ট উপায়। কারণ মহাপ্রভু "গৃহস্থ হ'য়ে ভক্ত হ'তে হ'বে" এই তত্ত্ব শিক্ষা দেবার জন্য নিত্যানন্দ প্রভুকে দারপরিগ্রহ করতে বাধ্য করিয়েছিলেন। অদ্বৈত, রামানন্দ রায় প্রভৃতি যে সকল ভক্তের পদরেণুতে সংসার ধন্য হ'য়েছে, তাঁরা সংসারী ছিলেন। গৃহস্থ হ'লে যে আধ্যাত্মিক জীবন চ'লে যা'বে সে কথা বলা হ'চ্ছে না। তবে গার্হস্থ্যাশ্রমের উপযুক্ত হ'তে হবে। কামের দাসত্ব ও ভগবানের দাসত্ব দুটো এক সঙ্গে চলতে পারে না। গৃহস্থ হওয়া পশুর মত রমণসুখ অনুভব ক'রবার জন্য নয়। সর্ব্বকালের সর্ব্বদেশের ধর্ম্মজগতের উন্নত সাধুরা সংযমী ছিলেন।

বালকদের মধ্যে ব্রহ্মচর্য্য প্রতিপালিত হ'লে তা'র স্বাভাবিক ফলস্বরূপ তাদের মধ্যে প্রকৃত ধর্ম্মভাব ও পরোপকার-প্রবৃত্তি জেগে উঠ্‌বে। কিন্তু এখনকার গৃহস্থদের বিশ্বাস এরূপ হ'লে গার্হস্থ্যধর্ম্ম লুপ্ত হবে। হিন্দুর ছেলে আমরা আজ এতই অবনত হ'য়ে পড়েছি যে আমাদের বিশ্বাস দাঁড়িয়েছে—অসংযম ও স্বার্থান্ধতাই গার্হস্থ্যাশ্রমের ভিত্তি। ছেলেদের মধ্যে ব্রহ্মচর্য্য শিক্ষা পুনঃপ্রবর্ত্তিত হ'লে তারা সকলেই সংসার ছেড়ে পালাবে না, তবে বর্ত্তমানের অসংযত আহার-নিদ্রা ভয়-মৈথুন সর্ব্বস্ব গৃহস্থের সংখ্যা হ্রাস হ'য়ে সংযমী পরহিতনিষ্ঠ গৃহস্থের

সংখ্যাধিক্য হবে জনৈক তথাকথিত ধার্ম্মিক পিতার ২৫ বৎসর বয়স্ক পুত্রটি অদ্যাপি ব্রহ্মচর্য্য পালন করছেন তজ্জন্য তিনি জাতির ভবিষ্যৎ ভেবে আকুল—ছেলেরা ব্রহ্মচারী হ'লে সৃষ্টি চ'লবে কি ক'রে ? অসংযমের ফলে যে রোগ শোক তাপ ও জ্বালায় পৃথিবী পরিপূর্ণ হ'চ্চে এবং উত্তরোত্তর সমস্ত জাতিটি শারীরিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক প্রত্যেক বিষয়েই অধোগতি প্রাপ্ত হ'চ্চে একথা তাঁর ভ্রমেও একবার ভাবেন না ত্রিশ বৎসর বয়ঃক্রম হ'লেই বাঙ্গালী পুরুষ বৃদ্ধ হ'লেন আর অষ্টাদশ বর্ষীয়া বালিকা তিন ছেলের মা হ'য়ে প্রাচীনা, বৃদ্ধা—তাদের হতভাগ্য সন্তানগুলি কৃশ, দুর্ব্বল ও রুগ্ন হিন্দুর ছেলে আমরা —বিবাহের গভীর মহান্ উদ্দেশ্য ভুলে গিয়ে 'সহবাস'টাকেই প্রাধান্য দিয়েছি। প্রথম রজোদর্শনের পূর্ব্বে পরস্পর সহবাস বালদম্পতীর ও তাদের ভবিষ্যৎ সন্তানগণের স্বাস্থ্যহিসাবে অত্যন্ত হানিকর কিন্তু আমরা আজ এতই পশুর অধম হ'য়ে পড়েছি যে, বিজ্ঞ মাতাপিতা অপ্রাপ্তবয়স্কা বালিকা বধূকে পুত্রের পার্শ্বে শয়ন না করাইয়া কিছুতেই স্থির থাকতে পারেন না আমরা ভেবে দেখি না যে, অসংযম ও উচ্ছৃঙ্খলার ফলে অতীতের এমন একটা গৌরবময় বিরাট জাতি আজ আপনার হাতে তার শ্মশান শয্যা রচনা ক'রছে

প্রকৃত ধর্ম্মভাব দেখে ভয় পেলে চলবে না আজ এই আসন্ন ধ্বংসাবস্থা হ'তে বাঁচতে হ'লে আবার "পবিত্রতা ও নিঃস্বার্থপরতা"—ধর্ম্মের এই সার তত্ত্ব—আমাদের মধ্যে

জাগিয়ে তুল্‌তে হবে। স্বামী বিবেকানন্দ তাঁর নিদ্রাভিভূত দেশবাসীকে আহ্বান ক'রে বলেছিলেন—

"Young men of Bengal, your country requires it. The world requires it. Call up the divinity within you which will enable you to bear hunger and thirst, heat and cold."

বঙ্গের যুবক সম্প্রদায়, তোমাদের স্বদেশ এই চায়   জগৎ এই চাচ্ছে   তোমাদের মধ্যে সেই ধর্ম্মভাব জাগিয়ে তোল যার বলে বলীয়ান্ হ'য়ে তোমরা ক্ষুধাতৃষ্ণা শীতাতপ সমস্ত সহ্য ক'রতে পারবে।

তিনি আবার বল্‌ছেন—"Say not that you are weak. The spirit is omnipotent."

"You are the descendants of the Devas, Matter can never be your God; body can never be your God."

ব'লো না—তুমি দুর্ব্বল। তুমি অনন্ত শক্তি।

তোমরা সব দেবতার সন্তান। পার্থিব বস্তু তোমাদের উপাস্য হ'তে পারে না। এই দেহটা কখনও তোমাদের উপাস্য হ'তে পারে না।

সাপ্তাহিক ও মাসিকপত্র সমূহের অভিমত।

"বাস্তবিকই দেশের যাঁহারা চক্ষুষ্মান, যাহারা আমাদের দেশের ছাত্রবৃন্দের নৈতিক অবস্থা দেখিতে পাইতেছেন, তাহারা গ্রন্থকারের * * মর্ম্মবেদনায় সমবেদক হইবেন। * * ঠিক কথা অতি বড় সত্য কথা। গ্রন্থকার যাহা দেখাইয়াছেন, তাহা অক্ষরে অক্ষরে সত্য * * কিরূপে আমাদের দেশের স্কুলের ছোট ছোট ছেলেরা পর্য্যন্ত ব্রহ্মচর্য্য নষ্ট করিতে শিখিয়া তাহাদের নিজের এবং সমগ্র জাতিটার পর্য্যন্ত ভবিষ্যৎ জীবন নষ্ট করিতেছে, তাহা * * গ্রন্থকার বীভৎস গুপ্ত ছবি উন্মুক্ত করিয়া দেখাইয়াছেন এবং প্রতিকারের উপায়ও বলিয়া দিয়াছেন। * * তারপর গ্রন্থকার * * দেখাইয়াছেন যে, কোন জাতির বড় হইবার একমাত্র উপায় ব্রহ্মচর্য্য পালন। * * ঠিক কথা * * আমরা গ্রন্থকারের সহিত একমত * * বেশ ঝর ঝরে ছাপা, ভুলচুক খুব কম * * আমাদের দেশের প্রত্যেক শিক্ষক, অভিভাবক ও প্রাপ্তবয়স্ক ছাত্রের এই পুস্তক পাঠ করা উচিত "।

—বঙ্গবাসী।

২৫শে বৈশাখ, ১৩২৩।

এই গ্রন্থখানি বাস্তবিক ছাত্রদিগের হিতকামনায় লিখিত। প্রত্যেক অভিভাবক ও প্রাপ্তবয়স্ক ছাত্রের এই পুস্তক পাঠ করা উচিত। দেশের ভাবী আশা ও ভরসার স্থল ছাত্রগণের মঙ্গলের জন্য যাঁহারা একটুও চিন্তা করেন, এই পুস্তক তাঁহাদিগের নিকটে সমাদৃত হইবে বলিয়াই আমাদের বিশ্বাস।

—হিতবাদী

১লা বৈশাখ, ১৩২৩।

* ছেলেদের উপযোগী বেশ প্রাঞ্জল ভাষায় ব্রহ্মচর্য্য পালনের উপায় * * বিবৃত করা হইয়াছে পুস্তকখানি শুধু ছেলেদের জন্য লিখিত নহে, অভিভাবকগণও পড়িয়া উপকৃত হইবেন। সমাজের উন্নতি কল্পে এইরূপ পুস্তকের বহুল প্রচার আমরা কামনা করি। * * ।"

—গৃহস্থ

১৩২২।

"লেখক ছাত্রদের বিবিধ কু অভ্যাস ও কু প্রবৃত্তি স্পষ্ট করিয়া দেখাইয়া তাহার প্রতীকারের উপায় নির্দ্দেশ করিয়াছেন * * * * । তিনি * * অতি সাধু উদ্দেশ্যে এই পুস্তক রচনা করিয়াছেন। * * বইখানি ছাত্রদের ও শিক্ষক অভিভাবকদের পড়িয়া দেখা উচিত রোগ ও ঔষধ সম্বন্ধে মতভেদ নাই; এখন সকলে মিলিয়া পরামর্শ করিয়া প্রতীকারের উপায় নির্দ্ধারণ করা কর্ত্তব্য।"

—প্রবাসী।

শ্রাবণ, ১৩২৩।